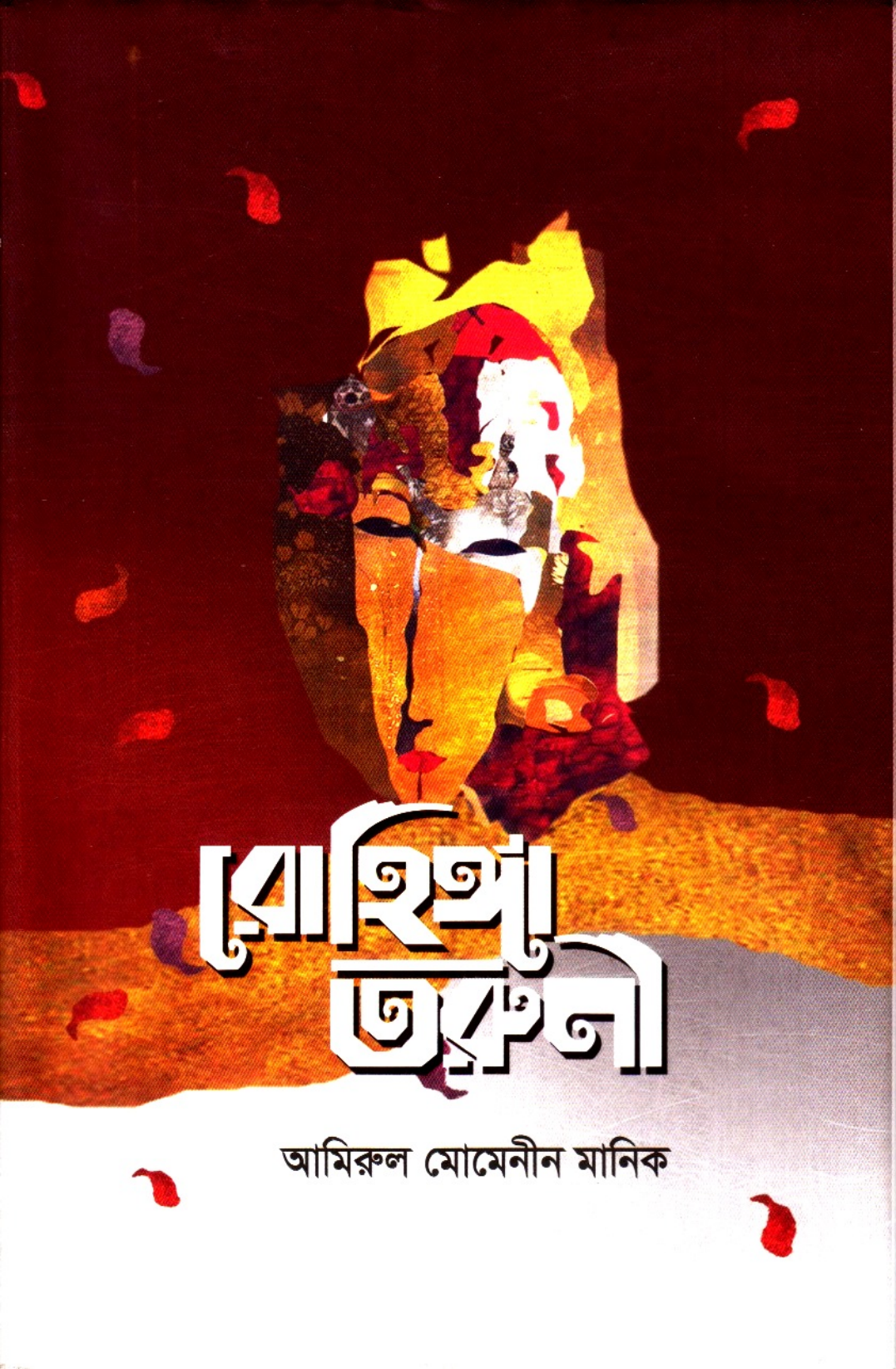
রোহিণী তরুণী
আমিরুল মোমেনীন মানিক

আমিরুল মোমেনীন মানিক। বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাই টিভির বার্তা সম্পাদক। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সঙ্গীত ও সাহিত্যকর্মী হিসেবেও নিজেকে সমান্তরালে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মানিক। আমিরুল মোমেনীন মানিকের জন্ম জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার এক নিভৃত শ্যামল গাঁও গোবিন্দপুর নাংলা কাঠপাড়া গ্রামে। তার পিতা মুহাম্মদ জামালউদ্দিন ছিলেন স্থানীয় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। সরকারি চাকুরে ছিলেন মা মিসেস রোকেয়া জামাল। সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে মানিক জামালপুরের মেলান্দহ উমির উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন এবং উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী হন। এরপর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে এইচএসসি পাস করেন তিনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্স এবং এইউবি থেকে একই বিষয়ে মাস্টার্স করেন মানিক। ২০০০ সালে মেলান্দহ বার্তা নামের একটি পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে কাজ শুরু করেন আমিরুল মোমেনীন মানিক। এরপর দৈনিক সোনার দেশসহ বেশ ক'টি পত্রিকায় কাজ করেন তিনি। ২০০৬ সালে বৈশাখী টেলিভিশনে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে যুক্ত হন। বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন দিগন্ত টেলিভিশনে। সাংবাদিকতার বাইরে টিভি টকশো উপস্থাপনা এবং খবর পাঠ করেন।

এরপর অপর ফ্ল্যাপে

আমিরুল মোমেনীন মানিক ইতোমধ্যে জীবনমুখী ও ব্যতিক্রমী গানের কণ্ঠশিল্পী হিসেবে শক্ত অবস্থান তৈরি করেছেন। এ পর্যন্ত তার ৯টি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। অবাক শহরে (২০১৩), আয় ভোর (২০১৫) ও মা (২০১৫) এই ৩টি গানের অ্যালবামের মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি পান মানিক। এ বছর বেরিয়েছে তাঁর একক অ্যালবাম 'উল্টোমানুষ'। দুই বাংলার নন্দিত সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতার সঙ্গে তাঁর গাওয়া গান 'আয় ভোর', বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

গানের বাইরে আমিরুল মোমেনীন মানিক গদ্য লেখক হিসেবেও পরিচিত। সমাজের নানা অসঙ্গতি ও বাস্তবতা তিনি তুলে ধরেন সমকালীন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে। ২০১২ সালের বইমেলায় 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক' তরুণদের মধ্যে সর্বোচ্চ বিক্রীত বই।

মানিক, বিভিন্ন সময়ে 'ওরা জাগতে চায়', 'তরুণকণ্ঠ', 'মুক্তবাচন' ও 'সহজকথা' নামের সাময়িকী ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন বেশ কয়েকটি অ্যাওয়ার্ড। উল্লেখযোগ্য হলো : রয়টার্স মেকিং টিভি নিউজ অ্যাওয়ার্ড, ইউনেস্কো ক্লাব জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড, উদীচী ইতিহাস প্রতিযোগিতা পুরস্কার, সাঁকো অ্যাওয়ার্ড, ভিন্নমাত্রা অ্যাওয়ার্ড, শের-ই বাংলা স্বর্ণপদক, আরশীকথা সম্মাননা (ত্রিপুরা, ভারত), সেরা বিনোদন সম্মাননা-২০১৭ (পশ্চিমবঙ্গ, ভারত) এবং ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি লেখক সম্মাননা।

আমিরুল মোমেনীন মানিক ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি এবং ল' রিপোর্টার্স ফোরামের স্থায়ী সদস্য।

রোহিঙ্গা তরুণী

আমিরুল মোমেনীন মানিক

71 সেভেন্টিওয়ান
টেলিমিডিয়া
A house of excellence

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা তরুণী
আমিরুল মোমেনীন মানিক

প্রকাশনা

সেভেন্টিওয়ান টেলিমিডিয়া
এ-১, ১ নিউ বেইলি সড়ক, ঢাকা-১২১৭

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

পরিবেশক
ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
কালো, ২২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঁঠালবাগান, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মাহবুব মুর্শিদ

মূল্য
১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মিয়ানমারের
রাখাইনে নিহত সব
রোহিঙ্গাকে

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

১. সুর-সঞ্চারী (প্রথম প্রকাশ : ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ : ২০১৬)
২. ইবলিস (২০০৫)
৩. ব্লাডি জার্নালিস্ট (২০০৯)
৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় স্টুপিড শিক্ষক (প্রথম প্রকাশ : ২০১২, দ্বিতীয় প্রকাশ : ২০১৪, তৃতীয় প্রকাশ : ২০১৬, চতুর্থ প্রকাশ : ২০১৮)
৫. রাজনীতির কালো শকুন (২০১৩)
৬. বঙ্গবীর এক্সপ্রেস (২০১৪)
৭. জনচাকর (২০১৫)
৮. মুখোশপরা মুখ (২০১৫)
৯. খবরের ফেরিওয়ালা (২০১৬)
১০. সাংবাদিক সাংঘাতিক (২০১৭)
১১. আগুনপাখি (২০১৭)

www.pathagar.com

উপন্যাসটি ২০৩৪ সালের প্রেক্ষাপটে লেখা।
সুতরাং প্রিয় পাঠক, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নয়, ভবিষ্যতের পিঠে
চড়ে অনুধাবন করুন এই উপাখ্যান।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বসফরাসের মুগ্ধতায়

আহা... বাতাসের আদর ছুঁয়ে দিচ্ছে শরীর। মনে হচ্ছে বিনি সুতোর চাদরে কে যেনো শরীরটাকে ঢেকে দিচ্ছে স্নিগ্ধ ওমে। সামনেই বসফরাস নদী। নদী আর আবরার মুখোমুখি। পরশু সে তুরস্কের ইস্তাম্বুল এসেছে। গতকাল ছিলো ওয়ার্ল্ড ইয়ং লিডার কনফারেন্স। বিভিন্ন সেক্টরে ৩২টি দেশের সম্ভাবনাময় তরুণদের নিয়ে এই আয়োজন। আবরারের জন্য যে অতিথিশালার ছোট্ট ছিমছাম কক্ষ বরাদ্দ হয়েছে, সেখানে থেকে এই বসফরাসকে রূপসী তরুণীর মতো দেখায়।

– হ্যালো, মিস্টার আবরার। হাউ আর ইউ?

আবরার সম্বিত ফিরে পায়। ১৮০ ডিগ্রি অ্যাংগেলে ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাখতে পায় পেছনে আবিদা জেরিন।

আবিদা, মিয়ানমারের মেয়ে। রাখাইনের মংডুতে বাড়ি। লং গাউনে জড়ানো একহারা শরীর। মাথায় উজবেকিস্তানি ক্যাপ। হলদে রঙের মুখে শেষ বিকেলের আভা। অন্যরকম একটা লুক। একই অনুষ্ঠানে মিয়ানমারের

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্ব করছে সে। আবরার এতক্ষণে নীরবতা ভেঙে জবাব দিলো।
– আই এম ফাইন। অ্যান্ড ইউ?
– এক্সিলেন্ট। এনিওয়ে আমি কিন্তু বাংলা ভাষাতেও কথা বলতে পারি।
আবরারের চোখে মুখে বিস্ময়।
– কি বলেন!
– ইয়েস। আমি পৃথিবীর প্রধান ১০টি ভাষায় অনর্গল বলতে পারি এবং লিখতে পারি।
– বাহ্, আশ্চর্য ঘটনাই বটে। না... আমি গতকালই মুগ্ধ হয়েছি। যেভাবে আপনি প্রথমে তার্কি এবং পরে ইংরেজিতে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করলেন! অবাকই হয়েছি।
– শুধু তাই নয়, আমি একদম শুদ্ধ বাংলাতেই বলতে পারি। আপনাদের লেটেস্ট বানানগুলোও আমার জানা। 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' এর সর্বশেষ সংস্করণও আমার কাছে আছে।
– ওয়াও। আচ্ছা, আমার অবাক লাগে, মংডুর মতো একটা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অঞ্চলে আপনি কিভাবে বেড়ে উঠলেন এবং নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করলেন!

দীঘল হাসি আবিদার চিবুক জুড়ে। যেনো নূপুরের রিনিকঝিনিক ছড়িয়ে পড়লো বসফরাসের তরঙ্গে। এরপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস।
– জানেন মিস্টার আবরার। আমার বয়স এখন ২৭। এই ২৭ বছরকে নিয়ে যদি আমি লিখি তাহলে ২৭টা উপন্যাস হবে, কমপক্ষে।
এই প্রথম আবরারের নাম আবিদার মুখে। অন্যরকম অনুভূতি হলো তার।
– দেখুন, আবিদা, আপনাদের উপর যে নির্যাতন হয়েছে তা গত কয়েক শতাব্দীতে পৃথিবীতে হয়নি। সবই তো আমরা জানি। যেইবার রাখাইনে সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ হলো, পুড়িয়ে মারা হলো হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে, লাখ লাখ রোহিঙ্গা আমাদের দেশে আশ্রয় নিলো, সেই সময়ে আমি ছোট ছিলাম। তবে টেলিভিশনে বাবার সঙ্গে দেখা সব খবরগুলোর কথা এখনো মনে পড়ে।
– আপনি ২০১৭ সালের কথা বলছেন?
– হ্যাঁ।
– তখন আপনার বয়স কত ছিলো?
আবিদা এক মুহূর্ত ভেবে বলে–
– ১০ বছর।

www.pathagar.com

– ও, আর আমার ১১।
আবরার হাসলো।
– মানে আমি আপনার এক বছরের সিনিয়র।
আবিদা শব্দ না করেই হাসলো। সম্বোধনটা খানিক পরিবর্তন করলো এবার।
– ইয়েস ব্রাদার আবরার।
- আরে, 'মিস্টার আবরার'ই তো ভালো ছিলো! আবার ব্রাদার কেন?
– ও তাই নাকি!
আবিদার কণ্ঠে দুষ্টুমি।
– আচ্ছা, মিস্টার আবরার, স্যরি, ব্রাদার আবরার, ওরহান পামুকের নাম শুনছেন?
– শুনবো না মানে! ইস্তাম্বুলের কবি, নোবেল লরিয়েট।
– হুম, কাল আমি তার প্রেম ও বিপ্লবের কবিতা শুনাবো।
– গেট টুগেদার প্রোগ্রামে?
– হুম।
– অসাধারণ হবে।
সন্ধ্যের কালো রঙটাও বসফরাসকে ম্লান করতে পারেনি। দশদিগন্ত থেকে আজান ভেসে আসছে-হাইয়া আলাস্ সালাহ...
– মিস্ আবিদা, বিদায় নিতে হবে, আমি তবে উঠি।
– কোথায় যাবেন?
– কয়েকজন বাংলাদেশি বন্ধু অপেক্ষা করছে আমার জন্য। এই প্রোগ্রামে এসে একটা দাওয়াতও পেয়ে গেলাম। আগামী অক্টোবরে এখানে আমাকে আবার আসতে হবে। গাইতে হবে।
– ওয়াও, আপনি গান করেন নাকি?
– হ্যাঁ। বাহ, কাল গাইবেন তাহলে?
– গাইতে হবে, শিডিউলে সেরকমই দেখলাম। কিন্তু আপনার কণ্ঠে কবিতাও শুনতে চাই ...
– হবে। আশা করছি। আমি তাহলে আরো মিনিট দশেক এখানে থাকবো। কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার নূর হাজেলা আসবেন। আমাদের কনফারেন্সের ডেলিগেট। তাকেই নিয়ে অতিথিশালায় ফিরবো।
– ওকে গুড নাইট।
– গুড নাইট।

www.pathagar.com

এক মিলনায়তন এক আওয়াজ

ওয়ার্ল্ড ইয়ং লিডার কনফারেন্স। লাস্ট ডে। আজ গেট টুগেদার। মূলত কালচারাল অনুষ্ঠান। এবং ডিনার পর্ব। ডিনার পর্বের আগে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বিলাল এরদোগান। তিনি তুরস্কের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির প্রেসিডেন্টও। তাঁর অন্য পরিচয়, তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট এরদোগানের ছোট ছেলে।

পুরো মিলনায়তনটাই ভিজার্টি ওয়াল বা কাল্পনিক দেয়াল দিয়ে তৈরি। সুনির্দিষ্ট মঞ্চে পারফর্ম করা হলেও হলরুমের প্রতিটি দেয়ালেই অনুষ্ঠানের প্রতিচিত্র ভেসে ওঠে।

এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন ইউরোপের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী হারিস জে।

আবরার যথাসময়েই এসেছে। এদিক ওদিক আঁতিউঁতি করছে। প্রচ্ছন্ন মনেই আবিদা জেরিনকে খুঁজছে।

www.pathagar.com

হঠাৎ চোখ গেলো মঞ্চের ঠিক সামনের আসনের দিকে। হ্যাঁ, ওইতো... এগিয়ে গেলো আবরার।

– হ্যালো মিস আবিদা।

– হ্যালো। আপনাকেই খুঁজছিলাম। ওই আসনটিতে বসুন।

আবিদার পাশে বসে থাকা মেয়েটি ইন্দোনেশিয়ার ডেলিগেট।

– মিস্টার আবরার, সিস্টারের সঙ্গে পরিচিত হোন।

ইন্দোনেশিয়ার মেয়েটিই হাত বাড়িয়ে দিলো আগে।

– আই অ্যাম নূর হাজেলা, কামিং ফ্রম জাকার্তা।

– থ্যাংকস, আই অ্যাম মাশরুর আবরার, কাম ফ্রম ঢাকা বাংলাদেশ।

ইতোমধ্যে তার্কি সঞ্চালক আবুবকর সিসিলি গেট টুগেদারের অনুষ্ঠানমালার বাকশো খুলে দিয়েছেন।

সম্মেলনের ৩ দফা ঘোষণা আবারো মনে করিয়ে দিলেন সংগঠনের চেয়ারপারসন আয়েসাল সেরেমেট।

১.

সমগ্র পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত ও গণজাগরণ তৈরি করা

২.

নির্যাতিত মানুষকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুনর্বাসন করে সুশিক্ষিত করে তোলা এবং

৩.

রাখাইনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত মানুষের অধিকারের কথা গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া এবং নির্যাতিতদের পক্ষে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা।

এরপর মঞ্চে গান নিয়ে এলেন তুর্কমেনিস্তানের আবদিস সামাদ ওমর। অ্যারাবিয়ান সন্তুরে সুর তুলে তিনি গাইলেন আফ্রিকান বিপ্লবী গান- ও নেলসন ম্যান্ডেলা।

এরপরই ডাক পড়লো মাশরুর আবরারের। মঞ্চের এক কর্নারে থাকা ঝকঝকে স্প্যানিশ গিটারটা এখন আবরারের হাতে।

www.pathagar.com

ডেয়ার ব্রাদারস অ্যান্ড সিসটারস্ । নাউ আই অ্যাম সিং এ হিউম্যানিটেরিয়ান লাভ সং-ডোন্ট লুজ হোপ, লিরিক অ্যান্ড টিউন আওয়ার বাংলাদেশি মিউজিশিয়ান-আমিরুল মোমেনীন মানিক। গান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মতো করতালি-উচ্ছ্বাস। বাংলাদেশ ছাপিয়ে ৬ ভাষার এই গানটি এক সময় তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিলো ইউরোপ-অ্যামেরিকাতেও। সেটা আজ থেকে বছর ১৮ আগের কথা।

মঞ্চে গাইছেন আবরার। কিন্তু গোটা মিলনায়তন তার সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছে।

অ্যান্ড অব দ্য ডে
আওয়ার প্রোপার্টি লাভ অ্যান্ড পিস
উই ওয়ান্ট টু বি গ্রেট হিউম্যান
মাইন্ড অব রিচ
ব্যাড ডেজ অলরেডি গন
গুড ডেজ আর কামিং সুন
ডোন্ট লুজ হোপ ডোন্ট লুজ হোপ
এভরি ডোর ক্লোজ বাট
ইউ হ্যাভ স্কোপ...

আবরারের গান শেষে আবৃত্তির জন্য ডাক পড়লো আবিদা জেরিনের। হোয়াইট কালারের লং ফ্রক আর মাথায় উজবেকিস্তানের ক্যাপওয়ালা পারফরমার আবিদাকে চেনাই যাচ্ছে না।

আবিদার কণ্ঠে তুরস্কের কবি ওরহান পামুকের 'বিপ্লবের ঠিক আগে' কবিতার একেকটা পঙ্‌ক্তি পুরো মিলনায়তনে যেনো বারুদ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো।

বিপুল উচ্ছ্বাসের মধ্যে আবৃত্তি শেষ করে আবিদা।
মঞ্চ থেকে নামতেই আবরার বলে উঠে- ম্যাডাম, আমরা গর্বিত এই কারণে যে, আপনার মতো মেধাবী একজন মানুষ, আমাদের সহযোদ্ধা।

বিলাল এরদোগানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পর মঞ্চে ওঠেন হারিস জে।

www.pathagar.com

তার অসাধারণ সব গানে তখন মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ডেলিগেটরা।

কিভাবে যে গেট টুগেদারের ২ ঘন্টা পেরিয়ে গেলো কেউই বুঝলো না। মনে হলো-এই তো শুরু, এই শেষ!

অনুষ্ঠান শেষে বিমর্ষ মিলনায়তনের সামনে মুখোমুখি আবরার আর আবিদা। দু'জনের চোখে মুখে যেনো ইস্তাম্বুলের সব শোক ভর করেছে।
– দেখুন আবিদা, রোহিঙ্গাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপনি লড়াই চালিয়ে যান। আমরা তো সাথে আছি। সাথে আছে সারা বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ।
– ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আপনারা বা আপনাদের অগ্রজ নাগরিকরা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, পরাধীনতা মানে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গে বসবাস করা। একটা মানুষের জন্য একটা স্বাধীন জনপদ যে কত অপরিহার্য তা আমাদের চেয়ে বেশি আর কেউ কি উপলব্ধি করতে পারবে!
– সেটা আমরা জানি।
– আসলে রাখাইনের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দরকার। ধীরে ধীরে সে লড়াইয়ের দিকেই হয়ত আমরা ধাবিত হবো। সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে একমাত্র মডেল আপনাদের স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র... মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাই আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।
– আপনি এবং আপনার জনগোষ্ঠী, রাখাইন রাজ্যের মানুষ এগিয়ে চলুন।

এবার স্মিত হাসি আবিদার মুখে।
– বন্ধু। বিদায় নিচ্ছি তাহলে। কাল সকালে আমার ইয়াঙ্গুনের ফ্লাইট।
– আমারটা পরশু দিন।
– আপনার ঢাকার ঠিকানা-ইমেল অ্যাড্রেসটাই সম্বল...

আবরারের মুখেও হাসি। তবে এই হাসি ভেঙে বুক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে নীলদহন। আল্লাহ হাফেজ বলতেই আবরারের চোখের কোনায় চিকচিক করে উঠলো এক চিলতে কান্না।

www.pathagar.com

ঘরবন্দী ভাবনা

নীল এবং সবুজের লেপ্টানো দেয়াল। জানালার ফাঁক গলে রোদের বৃষ্টি। ঝলমলে বেডরুমের ঝুল বারান্দা। কার্নিশে দুটো টিকটিকি ভালোবাসাবাসি করছে। পাশেই সাদা কালো ফটোগ্রাফ। চোয়ালভাঙা লম্বা চুলের একটা মুখচ্ছবি। এটা আবরারের বিশ্ববিদ্যালয়বেলার ছবি।

সাউন্ড স্পিকারে বাজছে ভূপেন হাজারিকার গান। মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য...

আবরার উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। চোখে ভাতঘুম। ক'দিন আগে ইস্তাম্বুল থেকে ফিরেছে সে। ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স এবং মিয়ানমারের আবিদার স্মৃতি এখনো নতুন চকচকে। নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তায় তার মনটাও ভালো নেই। গতকাল খুলনায় ভয়াবহ জঙ্গি হামলা হয়েছে, সেই ঘটনার উদ্বেগও রেখাপাত করে আছে আবরারের মনে। একটা বিষয় নিয়ে সে খানিকটা চিন্তিতও বটে। রাখাইনে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আবিদারা যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলন করছে সেটাও কি তাহলেও জঙ্গিবাদ? এই ধরনের চিন্তার বুদবুদ তার মাথায়।

www.pathagar.com

বালিশের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালটা পড়ে আছে। হঠাৎ ওটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টাতেই নজরে আসে একটি লেখা। রোমান্টিক বিপ্লবের স্বপ্ন বিলাস। লিখেছেন আবু আরিজ। লেখাটা পড়তে থাকে আবরার।

...টিনএজ। ১৩ থেকে ১৯ বছরের সীমানা। উনুনে গরম তেলের মতো টগবগে তারুণ্য। আবেগ, স্বপ্ন আর উদ্যমের মাখামাখি। শুধুই নতুন কিছু করে দেখাবার নেশা। হোক সেটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক। এই সময়কালটাই দাহকাল! স্পর্শকাতর। টিএনজ বয়সে বাঁক নেয়া পথেই হাঁটতে হয় সারাজীবন। এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য।
অনেক সমাজবিজ্ঞানীর ভাষ্য, স্কুল-কলেজের সিঁড়ি ছুঁয়ে দেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তরুণ জীবনে একবারও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দ্যাখেনি।

সুকান্ত ভট্টাচার্য অবশ্য টিনেজের আঠারোকে দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর কবিতায়।

"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়–
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে।"

উদ্ধৃতির শেষ একটা লাইন। 'সঁপে আত্মাকে শপথের কোলাহলে'। কিন্তু আত্মাকে কোথায় সঁপে দিচ্ছে টিনেজ বা তিরিশের মধ্যে বয়সবন্দী তরুণরা! সেটা কি বিপ্লব, না প্রতিবিপ্লব! না বিভ্রান্তের উপত্যকা। এখানেই প্রশ্ন।

আবরারের বেশ মনে ধরেছে লেখাটা। সুতরাং আরেকটু মনোযোগ দেয় লেখাটায়।

www.pathagar.com

চারু মজুমদার। নামটা কি পরিচিত মনে হয়। ৬০ এর দশকে অনেক তরুণের স্বপ্নের নায়কের নাম। একটু খুলে বলি। ১৯৬৭ সালের কথা। ভারতের দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়ী গ্রাম। বিমল কিষাণ নামের এক চাষী নিজের জমি চাষ করতে আদালতের দ্বারস্থ হন। কিন্তু স্থানীয় সন্ত্রাসীরা সেই জমি কেড়ে নেয় তার কাছ থেকে। এর প্রতিবাদে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন চারু মজুমদার ও কানু স্যান্যাল। তাদের নেতৃত্বে যুক্ত হয় প্রান্তিক ঘামে ভেজা মানুষ। এ ঘটনায় খুন হন পুলিশ ইন্সপেক্টর সোনম ওয়াংগিরি। পুলিশের গুলিতে মারা যান গ্রামের আট মহিলা ও দুই শিশু। এরপর এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গে। বিত্তবান, জোতদার, ধনিক শ্রেণীর সম্পদে গরিবের অধিকার আছে, এমন শ্লোগানের বুলি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়।

চারু মজুমদার পরিণত হন স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির তরুণদের স্বপ্ন পুরুষে। এ আন্দোলনে না জেনে না বুঝে অথবা থরো থরো আবেগে ঝাঁকে ঝাঁকে যুক্ত হতে থাকে তরুণরা।

বিপ্লবের রোমান্টিসিজমে ভাসতে থাকে পাড়া-মহল্লা-শহরতলি। অধিকারহারা নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেও লাগে দিন বদলের স্বপ্নের আঁচ। নকশালের নেতারা আন্দোলন সফল করতে গ্রহণ করেন গেরিলা পদ্ধতি। সরকারি অফিসে, ধনিক শ্রেণীর বাসস্থলে চলতে থাকে হামলা। বেকায়দায় পড়ে জ্যোতি বসুর সরকার। ফলে যেকোনো উপায়ে সরকার নকশাল দমনে উদ্যত হয়। উপায়ান্তর না পেয়ে জ্যোতি সরকার গ্রহণ করেন অবৈধ পন্থা। তাদের হাত ধরে উপমহাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় মানুষ হত্যার নতুন রীতি 'ক্রসফায়ার'। কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে প্রশাসন। নকশালের পরিকল্পনাহীন অগণতান্ত্রিক গেরিলা আন্দোলন কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ক্রসফায়ারে নিহত হয় বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর হাজার হাজার তরুণ। পলেস্তরার মতো খসে পড়ে দিন বদলের ভ্রান্ত ফানুস। পুলিশি নির্যাতনে মারা যান চারু মজুমদার। আর আত্মহত্যা করেন কানু স্যান্যাল। কেউ কেউ পুরোনো ধ্যানকে আঁকড়ে ধরে গড়ে তোলেন নানা চরমপন্থী সংগঠন।

মোটা দাগে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে সমাজ পরিবর্তনের ভ্রান্ত আন্দোলনের এই হলো করুণ উপাখ্যান।

www.pathagar.com

আবরার নিজেকেই প্রশ্ন করে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন কি কখনোই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এনে দিতে পারে? খানিকটা খটকা লাগে তার। আবারো চোখ রাখে আবু আরিজের লেখাটাতে।

এরও অনেক আগের ঘটনা। সোভিয়েত বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকেই সমাজ পরিবর্তনের নানা শ্লোগান বাংলার তরুণদের কাছে ভালো লাগার অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। ওই ধারার জনপ্রিয় আইকন চে-গুয়েভারা কারো কারো কাছে এখনো স্বপ্নের কাঠখড়। তাছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সুদীর্ঘ ঘাত লেগে আছে এ মাটির পরতে পরতে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর একদল তুখোড় তরুণ সমাজ বিপ্লব আর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিয়ে গঠন করে জাসদ। কিন্তু তাদের অপরিপক্ক কর্মকৌশল পরবর্তীতে বুমেরাংয়ে পরিণত হয়।

১৯৭৯। সংগঠিত হয় অভূতপূর্ব ইরানি বিপ্লব। রেজা শাহের দমন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সেখানে এক সর্বজনীন ও সুপরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটে। এর তাপ লাগে এই বঙ্গতেও। ৮০'র দশকে অনেক ইসলামী সংগঠন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ইরানের আদলে বাংলাদেশকে গড়ার। কিছু পন্থাও তারা গ্রহণ করে। কিন্তু সময়ের অতলে সেই সব স্বপ্ন এখন প্রাণহীন।

তারুণ্য-পরিবর্তনের ধ্যান বুকের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখবে, এটা স্বাভাবিক প্রবণতা। এবং এই প্রবণতা ধারণ করেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, ফকির মজনু শাহ, প্রীতিলতারা।

কিন্তু বিপ্লবের সব স্বপ্ন বা পরিবর্তনের চিন্তাই কি যথার্থ? ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্র গোষ্ঠী যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে তার প্রক্রিয়া কতটা বাস্তব ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন অনুসন্ধানী তথ্য উপাত্ত থেকে দেখা যায়, তাদের কর্মকৌশলেই সুগভীর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। ফলে সেই সব অবুঝ তারুণ্যের রোমান্টিক স্বপ্ন বিভ্রান্তির অতলে পড়ে পরিণত হচ্ছে নৃশংসতায়। হয়ে উঠছে মানববিধ্বংসী।

এইখানে এসে থেমে যায় আবরার।
– ও তাহলে, বিপ্লবের পূর্বশর্ত হচ্ছে গণবিপ্লব। আগে পরিবর্তনের পক্ষে

www.pathagar.com

জনমত তৈরি করা, এরপর চূড়ান্ত লড়াই। কিন্তু রাখাইনের আবিদারা মিয়ানমারের জান্তাদের বিরুদ্ধে নিজ দেশে কি কার্যকর জনমত গড়ে তুলতে পারবে? এই প্রশ্নটা আবরারের মনে ঘুরতে থাকে।
– আবিদারা যদি তাই না পারে তাহলে রাখাইনের জঙ্গি সংগঠন আরসা-ই কি তাদের শেষ ভরসা হবে? না এটাওতো অবাস্তব বা অমানবিক। চিন্তার জাল ভাঙতে আবারো চোখ রাখে প্রবন্ধে।

বিংশ শতাব্দীর শেষকাল। এবং একবিংশ শতাব্দীর উদ্বোধন সময়। বিশ্বব্যাপী আদর্শিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নতুন নতুন আগ্রাসন ভাবিয়ে তোলে গোটা বিশ্বকে। নানা ছুতোয় মুসলমানের ওপর নামে নির্যাতনের খড়গ। কিন্তু কে করবে এর প্রতিবাদ। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নির্জীব। দুনিয়াব্যাপী ইসলামী আদর্শের দলগুলোর ব্যর্থতায় বিপুল আদর্শিক শূন্যতা। ফলে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র মালিক এখন অ্যামেরিকা-ইউরোপ।

কিন্তু স্বপ্ন তো আর বসে থাকতে পারে না। ফলে তৈরি হতে থাকে মিথ্যা স্বপ্ন। প্রতিষ্ঠিত হয় নানা উগ্রবাদী সংগঠন। গোষ্ঠী স্বার্থ ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে পৃষ্ঠপোষকতা পেতে থাকে সংগঠনগুলো।
প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকদেরই বা লাভ কী?
'ইসলাম মানে সন্ত্রাস; ইসলাম মানুষ হত্যার ধর্ম'- বিশ্বব্যাপী এই অপবাদ প্রচার করে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে পারাটাই মূলত পৃষ্ঠপোষকদের সার্থকতা। এই অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ সাধারণ জঙ্গিদের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। কারণ এই চক্রান্ত অনেক সুদূরপ্রসারী ও পরিকল্পিত।

একটু খেয়াল করুন, জঙ্গি সংগঠনগুলো কখনোই ফিলিস্তিন ইস্যুতে সোচ্চার হয় না। কখনো ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোন অভিযান তো দূরের কথা বিবৃতি পর্যন্ত দেয় না। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে তাদের কি কোনো কর্মসূচি আছে?
উল্টো তাদের আক্রমণের শিকার হচ্ছে হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে জঙ্গিবাদ নিয়ে প্রকাশিত নিবন্ধ সামনে রাখলে দেখা যায়, উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলো গোটা পৃথিবীর মানুষকে মূলত তাদের

www.pathagar.com

কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করেছে।
ক. প্রকৃত মুসলমান- তারা মনে করে এই গ্রুপের মানুষ তারা নিজেরাই।
খ. মুশরিক বা ধর্মচ্যুত- তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যারা মুসলমান হওয়ার পরও শরিয়া অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা না করে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ-বিএনপি তো বটেই; তাদের নেতৃত্বে জোটে থাকা ইসলামী দলগুলো এবং নির্বাচনে অংশ নেয়া সব ইসলামী রাজনৈতিক দলকে 'মুশরিকের দল' হিসেবে গণ্য করে তারা।
গ. কাফের-যারা সরাসরি ইসলামের শত্রু।
এখানে প্রশ্ন হলো তাহলে তারা কেন কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতে হামলা করছে।
তাদের যুক্তি হলো– আগে মুশরিকদের খতম করতে হবে কারণ তারা 'নামে মুসলমান' হওয়ার কারণে ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে।

৪.

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে আত্মঘাতী হামলাকারী গ্রুপগুলো দুইভাবে জনবল বাড়াচ্ছে। এক্ষেত্রে টার্গেট টিনেজ বয়সীরা। এক. মোটিভেশন, দুই. এক্টিভেশন। মোটিভেশনের মাধ্যমে তাদেরকে একটি খেলাফতভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, যেখানে কোন শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না। 'আর এই রাষ্ট্র কায়েমের জন্য হামলা পরিচালনা করতে গিয়ে কেউ নিহত হলে তিনি শহীদ হবেন এবং সরাসরি জান্নাতে যাবেন'– এই কনসেপ্ট দিয়েই মূল মোটিভেশনের কাজটি তারা করছে। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপ্লবী জীবনাদর্শে এই ধরনের হামলা বা আত্মঘাতী কাজের নজির একটিও নেই।
মোটিভেশন সম্পন্ন হওয়ার পর তারা জনবলকে প্রস্তুত করে এক্টিভেশনের জন্য।

আমাদের দৃষ্টিতে তারা বিভ্রান্ত। কিন্তু তাদের দৃষ্টিকোণে তারা যথার্থ এবং সঠিক পথে আছে।

সুতরাং আমাদের সামনে সংকট গভীর। এবং খুবই মারাত্মক। তারা দুই ধরনের তৎপরতা শুরু করেছে। এক হলো সশস্ত্র অন্যটি তাদের ভাষায় 'আদর্শিক'। আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে এক ধরনের ফেনোমেনা বা উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা তারা করছে।

www.pathagar.com

আল-কোরআনের বেশ কিছু আয়াতে জিহাদ এবং কিতালের প্রসঙ্গ আছে। সেগুলো নাজিলের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যাও আছে। কিন্তু আত্মঘাতী গ্রুপগুলো এগুলোর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করছে তাদের কাজের সুবিধা অনুযায়ী।

এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইসলামী স্কলারদের অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

আবরার আবার বিরতি নেয়। লেখাটায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আনা হলেও সামগ্রিকভাবে এটি বিশ্বজনীন লেখা। তাহলে উপায় কি, সেটা নিয়ে ভাবতে থাকে আবরার। আবার ডুব দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালের আবু আরিজের লেখায়।

ইসলামে তিন ধরনের জিহাদ রয়েছে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নফস্ বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। জিহাদের বাংলা রূপ করলে দাঁড়ায়– ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করা।

প্রিয় টিনেজ বন্ধুরা,
যেকোনো স্বীকৃত আদর্শ দিয়ে সমাজ পরিবর্তন বা দিন বদলের স্বপ্ন দেখা দোষের কিছু নয়। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে কেউ যদি ধ্বংসাত্মক পথে পা বাড়ায় তাহলে সেটা অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন অমানবিক প্রক্রিয়ার হাত ধরে আসা তথাকথিত পরিবর্তন কখনোই স্থায়ী হয়নি। পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিমত্তা, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, জনবান্ধব কর্মসূচি ও গণজাগরণ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মূল বীজ নিহিত ছিলো '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে, এই উপলব্ধি গভীরভাবে বুঝতে পারলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হবে।

তা ছাড়া, দিন বদলের জন্য নিজের ভেতরের প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিতে পারাটাই হলো বড় জিহাদ বা লড়াই। তার আগে নিজেকে পরিবর্তনের আলোয় রাঙাতে হবে। নইলে কখনোই অন্যের বা সমাজের বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

চলমান প্রেক্ষাপটে সম্ভবত আমাদের সামনে খোলা আছে কয়েকটি পথ।

ক. গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ বিকশিত হতে দেয়া। প্রচলিত সীমানার মধ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া।
খ. সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।
গ. মতভেদ ভুলে নাগরিক একতা গড়ে তোলা।
ঘ. ইসলাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপ্লবী জীবনের সঠিক পাঠ সবখানে ছড়িয়ে দেয়া এবং
ঙ. সন্ত্রাসবাদ দমনে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রযুক্তিনির্ভর দেশপ্রেমিক গোয়েন্দা ও শৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা।"

লেখাটা খুব মনে ধরেছে আবরারের। নিজের এনড্রয়েড ট্যাবে লিংক সেভ করে রাখে লেখাটার। মগজে কেবল রাখাইনের রোহিঙ্গাদের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আসলে আবিদার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন দুর্বলতা থেকেই কি এমন হচ্ছে? সেটাও বুঝে উঠতে পারছে না আবরার।

"হ্যাঁ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধই তো অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটা বড় মডেল। আবিদারা যদি এই মডেলকে গ্রহণ করে তাহলে একটা কিছু হতেও পারে।"

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে আবরার। সিডি প্লেয়ারে বাজছে নচিকেতা ও মানিকের– আয় ভোর আয় ভোর, তোর জন্য এই স্বপ্ন দেখা, দিন যায় রাত যায় তোরই অপেক্ষায়, তোকে পেলেই পাবো মুক্তির রেখা...

www.pathagar.com

ফাতেমা মংডু : বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি

ডেটলাইন ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০৩৪। মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যায় এক ঘৃণিত বর্বরোচিত ঘটনা। টিয়ার্স অব পিপল (টপ) নামে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন রাখাইনের নাগরিকদের সুরক্ষার দাবিতে মানববন্ধন করে। শান্তিপূর্ণ এ কর্মসূচিতে হামলা চালায় পুলিশ। প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়, আহত হয় আরো অনেকে। এ ঘটনায় বিশ্বব্যাপী এখন নিন্দার টাইফুন চলছে।

জাতিসংঘ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত সাপেক্ষে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া হলে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে। যদিও এখনো এক সপ্তাহ পেরোয়নি। প্রথমবারের মতো এই ইস্যুতে চীন ও ভারত কড়া নিন্দা জানিয়েছে। তুরস্ক আরো একধাপ এগিয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়েছে। সুতরাং বলা যায়, স্মরণকালের ভয়াবহ চাপের মধ্যে রয়েছে সেনাবাহিনী সমর্থিত মিয়ানমার সরকার।

www.pathagar.com

এদিকে, রাখাইনের অধিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগঠন ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টও তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছে। ২০১৭ সালে মিয়ানমার আর্মি কর্তৃক রাখাইনে স্মরণকালের ভয়াবহ অভিযানের পরই মূলত এই সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। ৭ বছর এই সংগঠন গোপনে কাজ করেছে। সবচেয়ে বড় সুখবর হলো, সংগঠনটি ইতোমধ্যে সর্বজনীনতা অর্জন করেছে। এটি রোহিঙ্গাদের আন্দোলনের প্লাটফর্ম হলেও এখানে মিয়ানমারের গণতন্ত্রমনা হাজার হাজার মানুষ সম্পৃক্ত। এমনকি এই সংগঠনে সামরিক বাহিনীর সাবেক কয়েকজন কর্মকর্তাও রয়েছেন। তারা মানবাধিকার সুরক্ষার ইস্যুতে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের সব সফলতার একটাই উৎস, ফাতেমা মংডু। ফাতেমা মংডু সম্পর্কে গত ১০ বছরে নানা তথ্যই শোনা গেছে মিডিয়া মারফত। কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটুকু জানা যায়, ২০২৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠা করেন রাখাইনের মংডু অঞ্চলের ফাতেমা মংডু। তার অসাধারণ নেতৃত্ব, কর্মদক্ষতা আর দূরদর্শিতার কারণে অল্পদিনেই সংগঠনটি মূলধারার মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠনে পরিণত হয়।

মিয়ানমার সরকারের কাছেও ফাতেমা মংডু এক বিস্ময়কর নাম। কঠিন-কঠোর অভিযান ও নির্যাতনের মধ্যেও একজন মুসলিম মেয়ে কিভাবে পুরো মিয়ানমারে বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। তবে বরাবরই তিনি গণমাধ্যমকে এড়িয়ে গেছেন। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের অসংখ্য সভা, সেমিনার, বৈঠক এবং সরকারের সঙ্গে দেনদরবারের খবরাখবর গণমাধ্যমে এলেও তার ছবি কেউই প্রকাশ করতে পারেনি। জানা যায়, সব ধরনের কর্মসূচির অন্তরালে থাকেন ফাতেমা মংডু। আর তার প্রতিনিধি হয়ে অন্যরাই এগুলোতে নেতৃত্ব দেন। অনেকের কাছে ফাতেমা মংডু ফ্যান্টাসির মতো। জীবন্ত কিংবদন্তিও বলেন কেউ কেউ। একটা নামকে ঘিরেই অনেক মানুষের ঐক্যবদ্ধতা। এই নামটার মধ্যেই কি যেন এক অব্যক্ত মোহনীয়তা আছে, যা চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যায় মানবিক মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে।

রোহিঙ্গাদের পক্ষে এরকম সর্বজনীন একটা সংগঠন দাঁড়াবে এটা ২০১৭ সালেও ছিলো অসম্ভব, অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু ২০৩৪ সালে এটা বাস্তবতা।

www.pathagar.com

ফাতেমা মংডুর বয়স কতই বা হবে, ২৭ বা ২৮। তার ব্যাপারে তথ্যের একমাত্র উৎস, বিবিসির সাংবাদিক ক্রিশিয়ান আরিজিনোর বই 'হোপ অ্যান্ড ফাইট'। বইটি ফাতেমা মংডুর জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে লেখা।

২০১৭ সাল। রাখাইন রাজ্যের মংডু অঞ্চল। মিয়ানমার আর্মির ভয়ঙ্কর অভিযানের সময় ফাতেমা তার বাবা, মা, দুই ভাইয়ের সাথে মংডুতেই ছিলেন। যেদিন অভিযান শুরু হয়, তার পরের দিন ভোরে তাদের পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো ইয়াঙ্গুনে। ইয়াঙ্গুনে তার মামার পরিবার থাকেন। কিন্তু ভোর হবার আগেই আক্রমণ হয় গ্রামে। বর্বর সেনারা ফাতেমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুড়ে মারা যান তার বাবা, মা ও দুই ভাই। পাশের বাড়িতে তার ফুফুর কাছে রাতযাপন করায় ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় ফাতেমা। ওই রাতেই গ্রাম ত্যাগ করে সে। এরপর তিন দিন দুই রাত সাপ বিচ্ছুর সঙ্গে লড়াই করে মংডুর জঙ্গলে রাতযাপন করে। সেখান থেকে অন্যত্র যাবার পথে সেনাদের হাতে আটক হয় ফাতেমা। এরপর টানা এক সপ্তাহ গ্যাংব্যাপের শিকার। মহাথেরে গাগই নামের এক সেনা সদস্যের সহানুভূতি হলে সেখান থেকে পালিয়ে রক্ষা পায় সে। সোজা চলে আসে ইয়াঙ্গুনে। সেখান আসার পর শুরু হয় অন্যরকম লড়াই, যা কল্পনাকেও হার মানায়।

www.pathagar.com

চিন্তার বুদবুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাব। সোডিয়াম বাতির আলোর কারণে এখনো সন্ধ্যার কালো রঙ ছুঁয়ে দিতে পারেনি চারপাশ। ঠিক ৬টায় এখানে আসার কথা আবরারের। কিন্তু এখন সাড়ে ৬টা। আবরারের বন্ধু ড. সুভাস রায়। আরাকানের রোহিঙ্গাদের নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি তার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আজকের এ আড্ডায় উপস্থিত থাকার কথা প্রফেসর ড. সাদেকের। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের পণ্ডিতও বলা যায় তাঁকে। সিঁড়িতে পা রাখতেই আবরারের সঙ্গে দেখা সুভাসের।

– আবরার, তোর ৩০ মিনিট লেট।

– আরে বলিস না, ঢাকা শহরের যে যানজট। মেট্রোরেলে এসেও যথাসময়ে পৌঁছতে পারলাম না।

– তো কি খবর বল। স্যাররা কি এসেছেন।

– সাদেক স্যার গেটে, চল নিয়ে আসি।

– চল।

www.pathagar.com

এই ধরনের আড্ডাকে ড. সুভাসরা নাম দিয়েছেন স্টাডি সার্কেল বা পাঠচক্র। এসব আড্ডা আসলে একধরনের আলাপচারিতা এবং ভোজন পর্ব। এর মধ্য দিয়ে কোন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলা। প্রতি আড্ডাতেই একজন সিনিয়র শিক্ষককে তারা আমন্ত্রণ করেন। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা ব্যপ্তি হয় এইসব পাঠচক্রের।

বাংলাদেশে আশির দশকটাই ছিলো আড্ডাবাজির। শোনা যায়, আড্ডা থেকেই স্বৈরাচার পতনের রূপরেখা তৈরি হয়েছে সে সময়। পুরনো ঢাকার বিউটি বোর্ডিংয়ে নিয়মিত আড্ডা দিতেন আহসান হাবিব, সিকান্দার আবু জাফর, শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদেরা। সেইসব আড্ডা এখন ইতিহাসে ঠাঁই নিয়েছে।

ক্লাব ক্যান্টিনের এক কোনায় বসেছে আজকের আড্ডা। সূত্রধর আবরার। তাকে ঘিরে অধ্যাপক সাদেক, ড. সুভাস এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ড. লতিফ খান। প্রথমে মুখ খোলেন সাদেক স্যার।

অধ্যাপক ড. সাদেক : দ্যাখো, ২০১৭ সালের আগ্রাসনের পর মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও, এই সংকটের কোন ইতিবাচক সমাধান হয়নি। সেই সময় থেকে ইস্যুটাকে জোরালোভাবে অ্যাড্রেস করেছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ২০১৮ সালে ২ লাখ রোহিঙ্গা ফেরত নেয়ার পর এ বিষয়ে আর কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। এখন আশ্রয় নেয়া ৬ লাখ রোহিঙ্গার দায়ভার জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে বাংলাদেশের ওপর।

আবরার : দুই লাখ রোহিঙ্গা ফেরত গেছে, এটার জন্য কি যুক্তরাষ্ট্র ক্রেডিট পাবে না?

ড. সাদেক : পাবে। কিন্তু শুরুতে তারা যতটা সিরিয়াস ছিলো, এখন সেটা নেই। কারণ রোহিঙ্গা ইস্যুকে ঘিরে তাদের সিরিয়াসনেসটা নির্ভর করে বিশ্বরাজনীতির ওপর। মিয়ানমারের পক্ষে চীন এবং রাশিয়ার যে জোরদার ভূমিকা, এই অবস্থানকে ঘিরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকারী হয়ে ওঠে দুটি রাষ্ট্র। সুতরাং এর প্রভাব কমাতেই যুক্তরাষ্ট্র

www.pathagar.com

রোহিঙ্গাদের পক্ষে একটা শক্ত স্ট্যান্ড নেয়। কিন্তু এখন তো চীনের সঙ্গে অতীতের সব সময়ের চেয়ে ভালো সম্পর্ক মার্কিনিদের। রাখাইনে যে হাজার কোটি ডলারের ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলেছে চায়না, সেখানে দুই একটি জায়গায় অংশীদারিত্বও পাচ্ছে অ্যামেরিকা। সুতরাং ২০১৭ আর ২০৩৪ যে এক নয়, তা স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

ড. সুভাস : এখন আসলে ৬ লাখ রোহিঙ্গার দায়ভার এইভাবে আমরা কতকাল বহন করবো।

সুভাসের কথা কেড়ে নেয় ড. লতিফ খান।

ড. লতিফ : এখানে আসলে বাংলাদেশের কিছু স্ট্র্যাটেজিক ভুল আছে বলে মনে হয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে বর্ডার খুলে দিয়েছিলো, সেটা যথাযথ হয়নি বলে এখন তো অনেকেই মনে করছে।

ড. সাদেক : বর্ডার খুলে দেয়ার পেছনে অন্য যা কিছু থাকুক, মানবিকতার একটা বিষয় তো ছিলই। তবে, হ্যাঁ মিয়ানমারের প্রতি আমাদের যে ন্যূনতম সামরিক থ্রেট থাকার দরকার ছিলো সে সময়, তার বিন্দু পরিমাণও ছিলো না। এটা একটা বড় ভুল বলা যেতে পারে।

আবরার : স্যার, সে সময় সামরিক হুমকি দিলে পরিস্থিতি তো আরো খারাপ হতে পারতো। যুদ্ধ বেধে গেলে মিয়ানমারের সঙ্গে যদি চীন বা রাশিয়া যুক্ত হয়ে যেতো, তাহলে পরিস্থিতি তো ভয়ঙ্কর হতো।

ড. সুভাস: হ্যাঁ, এটা একটা ভালো পয়েন্ট।

ড. সাদেক : মানে আমি বলছি দুটোর ব্যালান্সের কথা। সামরিক এবং কূটনৈতিক তৎপরতা দুটোই চালিয়ে ওই সময়েই এটার দ্রুত সমাধান করা যেতো। আর সম্পূর্ণ বর্ডার খুলে দেয়াও শেষতক নেতিবাচক হয়েছে।

কয়েকটা কাজ করা যেতো:

ক. মিয়ানমারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া, তোমরা রোহিঙ্গাদের ফেরত না নিলে আমরা তাদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠাবো।

খ. কয়েকবার ওদের বিমান আকাশসীমা লঙ্ঘনের পর, শুধু নিন্দা নয়, কক্সবাজারে আমাদেরও সেনাক্যাম্প বাড়িয়ে একটা পরোক্ষ থ্রেট দেয়া যেতে পারতো।

www.pathagar.com

গ. আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়িয়ে রাখাইন নিয়ে সুদূরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা নেয়া প্রয়োজন ছিলো।

যাই হোক, এইসব পুরনো আলাপ করে কোনো লাভ নেই। নতুন কি খবর আছে আবরার।

আবরার : স্যার, আবিদার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। ওই যে, তুরস্কে গিয়ে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ। ওর কাছ থেকে অনেক তথ্য পেলাম। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট তো খুব ভালো ভূমিকা পালন করছে।

ড. লতিফ: হ্যাঁ, গত ১০ বছরে রোহিঙ্গাদের পক্ষে ওই ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট প্রতিষ্ঠাই সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। তারা তো রোহিঙ্গা ইস্যুটাকে গোটা মিয়ানমারের ইস্যুতে পরিণত করেছে।

ড. সাদেক : হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। বিশেষ করে, তাদের নেত্রী ফাতেমা মংডুর যে বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব তা সত্যি অসাধারণ। এথনিক ক্লিনজিং বা সর্বব্যাপী গণহত্যার পর কোন জাতি গোষ্ঠীর পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবার যে প্রক্রিয়া তা বিরল ঘটনা। এটা ফাতেমার গভীর দূরদৃষ্টির কারণেই সম্ভব হয়েছে।

ড. সুভাস: ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট গত সপ্তাহে ৬ দফা দিয়েছে। সেই ৬ দফার ৫ নম্বরে রাখাইনের স্বায়ত্তশাসনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক বিষয়, মিয়ানমারের অনেক গণতন্ত্রকামী বৌদ্ধরাও এখন চাইছে রাখাইন ইস্যুটার সমাধান হোক।

আবরার : এই ৬ দফার পক্ষে এ মাসের ১৫ তারিখে তারা ইয়াঙ্গুনে শান্তি পূর্ণ মানববন্ধন নামে একটা কর্মসূচি দিয়েছে।
ড. সাদেক : হ্যাঁ, ওই দিন আসলে কি হতে পারে, এটা একটা দেখার বিষয়। বিশ্ব মিডিয়াও ওই কর্মসূচি নিয়ে নিশ্চয়ই বেশ কৌতূহলী।

ড. সুভাস : জঙ্গী সংগঠন আরসার কারণে রোহিঙ্গাদের যে ইমেজ সঙ্কট হয়েছিলো, তার বিপরীতে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের মাধ্যমে তাদের অবস্থান ও সম্মান গোটা বিশ্বেই নতুন করে জানান দিচ্ছে।

www.pathagar.com

আবরার : একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথমে ডেমক্রেটিক মুভমেন্ট সংগঠনটি ছিলো মানবাধিকার রক্ষার প্লাটফর্ম। কিন্তু ধীরে ধীরে এটি পরিণত হচ্ছে রোহিঙ্গাদের অধিকার রক্ষার মঞ্চে।

ড. সাদেক : এটাই কৌশল। দূরদর্শী কৌশল। বঙ্গবন্ধু যদি ১৯৭১ এর ৭ মার্চে সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণা দিতেন তাহলে যথার্থ হতো না। তিনি ওই ভাষণে কৌশলী কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। নইলে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম বা বিজয় অর্জন আরো বিলম্বিত হতো।

ড. সুভাস : স্যার, আমার মনে হয়, রোহিঙ্গাদের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দরকার। মানে রাখাইন রাজ্যের স্বাধীনতা দরকার। নইলে স্থায়ীভাবে কখনোই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। সাময়িক কিছু একটা হতে পারে। কিন্তু কোরামিন দিয়ে মৃত মানুষকে আর কতক্ষণ জিইয়ে রাখা যায় ! রোগ সারাতে দরকার কুইনাইন। তারা যেহেতু মিয়ানমারের মধ্যে বৈচিত্র্যময় জাতিগোষ্ঠী এবং যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত। সুতরাং স্বাধীনতা চাইতেই পারে। তাছাড়া একসময় তো আরাকান স্বাধীন রাষ্ট্রই ছিলো। যদিও এখন আরাকানের সেই কনসেপ্ট অচল। কারণ সেই সময়ে আরাকানে আমাদের চট্টগ্রামও যুক্ত ছিলো।

ড. সুভাসের কথা কেড়ে নিয়ে আবরার বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে
: রোহিঙ্গা সংকট পুরোপুরি মিয়ানমারের। এটা তাদের নিজস্ব বিষয়। কিন্তু অহেতুক ও অযাচিতভাবে এই ইস্যু আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। যেহেতু দায় চেপেছেই সুতরাং এখন বাংলাদেশের উচিত আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা। এরপর, তাদেরকে রাখাইন রাজ্যে পাঠিয়ে তাদের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা উচিত।

ড. সাদেক বেশ চুপচাপ। শান্ত। ধীর স্থির। তিনি কি যেন ভাবছেন!
ড. লতিফ খানিকটা রাগত স্বরে বললেন : আবরার সাহেব, তাতে বাংলাদেশের লাভ কী। এ কাজ করলে বরং ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার একটা ফাঁদ তৈরি হবে।

আবরারের কণ্ঠেও ক্ষুব্ধতা !
: হ্যাঁ বাংলাদেশের অবশ্যই লাভ আছে। প্রথমত: এটা হবে সবচেয়ে বড় মানবিক কাজ, দ্বিতীয়ত: রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয়ার

www.pathagar.com

শক্ত প্রতিশোধ, তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের অধিকতর সামর্থ্য থাকলে রাখাইন রাজ্যটি দখল করারও একটি ভিত তৈরি হবে।

ড. সাদেকঃ আবরারের শেষ বক্তব্যটি খুবই স্পর্শকাতর। ২০১৬ সালে আমি অ্যামেরিকায় আর্মিদের এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেটা ছিলো মার্কিন বাংলা আর্মি ফ্রন্টের অনুষ্ঠান। এক মার্কিন জেনারেল আমার সঙ্গে কফি খেতে খেতে এ ধরনের একটা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ভাষা বাংলা, বাঙালিদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের শারীরিক কাঠামোগত মিল, অতীতের মুসলমানি আরাকানি রাজত্বের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের আলোকে তোমরা রাখাইন রাজ্যটিকে তোমাদের বলে দাবি করতেই পারো।"
কথাগুলো শুনে আমি অবাক হয়েছিলাম। আলাপচারিতায় বুঝতে পারলাম তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি।

ড. লতিফঃ কিন্তু বিশ্বব্যবস্থার এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এইসব চিন্তা কতটুকু যৌক্তিক?

ড. সাদেক এবার খানিকটা সজোরে হাসলেন।
: লতিফ সাহেব, আমরা তো কেবল আলোচনা করছি। এই বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য সেটা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করছি না।
আবরার : স্যার, আমি যদি রাষ্ট্রপ্রধান হতাম, তাহলে অবশ্যই ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে সকল প্রকার সামরিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের স্বাধিকার বা স্বাধীনতা, যাই বলি না কেন, তা অর্জনে সহায়তা করতাম। সেক্ষেত্রে একটা শর্ত অবশ্যই সামনে থাকতো, সেটা হলো রাখাইনের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর ভূখণ্ডটিকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার শর্ত।

ড. সুভাসঃ এরকম শর্ত কি তারা মানবে?
আবরার : কেন মানবে না। যাদের এখন কোন অস্তিত্বই নেই, তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা দেবো, আর তারা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে না! এতে তো তাদের লাভই হবে। যদি সিকিমকে করায়ত্ত করতে পারে ভারত, তাহলে আমরা কেন রাখাইনকে আমাদের নিজেদের করতে পারবো না!

আবরারের শেষ কথায় আজকের আড্ডাটা ঝিম মেরে গেলো। সবাই নিশ্চুপ। হয়ত আবরারের ভাবনাটাই সবার মস্তিষ্কে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

www.pathagar.com

আবিদার ইলেকট্রনিক চিঠি

ক'দিন ধরে ঝুম ব্যস্ততা আবরারকে ভিমরুলের মতো ঘিরে ধরেছে। সঙ্গীত, লেখালেখি এবং মানবাধিকার সংগঠন নিয়েই মূলত তার ব্যস্ততা। শাহবাগ থেকে টিএসসি, পল্টন থেকে বেইলি রোড; বলা যায় দৌড়ের উপর আছে সে। অবশ্য উইটিবির মতো জমে থাকা নিজের কাজগুলো শেষ না করা পর্যন্ত অন্য কোন কিছুতে মনও দিতে চাচ্ছে না আবরার।

তবে মাঝে মাঝেই আবিদা জেরিনের চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মনের মধ্যখানে। গ্রামে মাচানের ফাঁক গলিয়ে যেভাবে উঁকি দেয় পুঁই লতা, সে রকম আরকি!

কেমন আছে আবিদা জেরিন। তার্কি সফরের পর আর কোন যোগাযোগ নেই কেন। কেমন চলছে ওদের মুভমেন্ট। এইসব এলেবেলে ভাবনা।

একটা হুডখোলা রিক্সায় টিএসসি ক্রস করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর হয়ে

www.pathagar.com

পুরনো ঢাকায় যাচ্ছে সে। রোদের ঝাঁঝে তেতিয়ে উঠেছে রিক্সার পিঠ। হঠাৎ টুং শব্দে মোবাইল ফোনে ইমেইল আসার আওয়াজে সম্বিত ফিরে পায় আবরার। একটা পিডিএফ ফাইল। আবিদা জেরিন এট দ্যা রেইট অফ জিমেইল থেকে এসেছে। আহ্, অদ্ভুত একটা প্রশান্তি। হৃদকম্পন জোরে বাড়ছে। আবরারের মনে হচ্ছে মেঘের উপরে পালকিতে করে উড়ে যাচ্ছে। অনেক খরার পরে বৃষ্টি নামার অনুভূতি।
– কি লিখেছে আবিদা। কাঁপা কাঁপা হাতেই জিমেইলটা ওপেন করে আবরার।

মিস্টার আবরার,
প্রিয়, কেমন আছেন। ক'দিন ধরে আপনার কথা খুব মনে পড়ছে। যৌক্তিক কারণেই বাংলাদেশের মানুষকে আমরা অন্তর থেকে ভালোবাসি। ১৯৭১ এর পর থেকে আপনারা যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার প্রতিদান দেয়া অসম্ভবই বটে। সত্যিকারভাবেই আপনারা আমাদের হৃদয়জুড়ে রয়েছেন।

বিশেষভাবে আপনার প্রতি আমি মুগ্ধ। এই স্নিগ্ধতার সৌরভ আমি তুরস্কে বসেই পেয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের পক্ষে মানববন্ধন করতে গিয়ে ১০০ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। ইতোমধ্যে মিয়ানমারের সেনবাহিনীকে জাতিসংঘ তাদের সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সাহায্য-সহযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করেছে। এগুলো সবই আপনাদের জানা। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ইতোমধ্যে ৬ দফা ঘোষণা করেছে। ৬ দফার পক্ষে এবং শিক্ষার্থী হত্যার প্রতিবাদে ১৫ মার্চ মিয়ানমারের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছি। অবশ্যই সেটা শান্তিপূর্ণভাবে।

সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে এখন নির্ঘুম প্রস্তুতি চলছে। জান্তা সরকারের গোয়েন্দা জাল ভেদ করে মুভমেন্টের কাজ করা খুবই কঠিন। এরপরও আমাদের কর্মীদের বুদ্ধিমত্তা এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের কারণে আমরা এগুতে পারছি। সর্বোপরি আমাদের আন্দোলনটা এখন আর রোহিঙ্গাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মিরাকল ব্যাপার হলো, রাখাইনের স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম এখন গোটা মিয়ানমারের মানবাধিকার রক্ষার একটি প্রতীকে পরিণত

www.pathagar.com

হয়েছে। ফলে এই প্ল্যাটফর্মে শুধু মুসলমান শ্রেণী নয়, যুক্ত হচ্ছে বৌদ্ধ-খ্রিস্টান থেকে শুরু করে অন্য জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

এই যে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো, এর পেছনে ১৭ বছরের অসহনীয় শ্রম, দুর্ভোগ, কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। আমি এক সাধারণ রোহিঙ্গা তরুণী, আমাকেও ১০টি ভাষায় পারদর্শী হতে হয়েছে! সেইসব লড়াইয়ের একেকটা বাঁকের কথা পাড়লে একেকটা দীর্ঘ উপন্যাস হয়ে যাবে, নিশ্চিত।

যাই হোক, আপনি আমার প্রিয় বন্ধু বলেই কথাগুলো বলছি। একটা অলিখিত দাবি থেকেই বলছি। আজ খুব করে আপনার কাছে একটি বিষয়ে সহযোগিতা চাইবো। ১৫ তারিখের কর্মসূচিকে সামনে রেখে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতর থেকে আমাদের ন্যায্য আন্দোলনের পক্ষে জোরালো একটি বিবৃতি চাই। সেটা যদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেন, তাহলে খুবই ভালো হয়। বিষয়টি নিয়ে ভাববেন আশা করছি।

আবার কবে দেখা হবে জানি না। সুযোগ থাকলে একবার ইয়াঙ্গুনে আসুন। ভুলে যাবেন না আমাকে। আপনার নাম আমার হৃদয়ে পরম মমতায় ঝুলিয়ে রেখেছি।

ইতি
আবিদা জেরিন
ইয়াঙ্গুন
মিয়ানমার।

ইলেকট্রনিক চিঠিটা পড়তে পড়তে কখন যে আবরার রিক্সায় পুরনো ঢাকায় পৌঁছে গেছে, তা টের পায়নি সে। দারুণ মুডে এখন আবরার। মনের মধ্যে একটা প্রত্যয়-আবিদাদের জন্য কিছু একটা করতেই হবে।

রিক্সা ছেড়ে দিয়ে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে আবরার। বুকের ভেতর এখনো ইমেইল পড়ার উত্তেজনা। দোকানের এক কোনায় বসে পাল্টা চিঠি লিখতে শুরু করে।

www.pathagar.com

প্রিয় আবিদা,
প্রত্যাশা করছি ভালো আছেন।
আপনার কোন খবর পাচ্ছি না, এ নিয়ে একটা উদ্বেগ ছিলো। মেইল পেয়ে যেনো এক গুচ্ছ গোলাপ হাতে পেলাম।

১৫ তারিখের দিকে আমরাও তাকিয়ে আছি। আশা করছি, জান্তা সরকারের কোন ধরনের উৎপাত ছাড়াই কর্মসূচি শেষ হবে। মানবাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের ৬ দফা সফল হবেই।
আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। একজন মানবাধিকার ও সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে আমি আপনাদের ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের সহযোগিতায় সর্বাত্মকভাবে সক্রিয় থাকবো। এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বিশেষ কথা হলো, আপনি যে সহযোগিতা চেয়েছেন, সে বিষয়ে আজই আমি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো। মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কও আছে। সুতরাং পজেটিভ কিছু হবে বলেই মনে হয়। শুধু এটাই নয়, আরো যা যা সহযোগিতা প্রয়োজন জানাবেন। প্রশাসনের সামরিক বেসামরিক উচ্চস্তরে আমার যোগাযোগ আছে। রোহিঙ্গাদের জন্য বা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের জন্য যদি কিছু করতে পারি, তাহলে সেটা আমার কাছে পরম প্রাপ্তি মনে হবে।

আমি জানি, আপনাদের সংগঠন পুরোপুরি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করছে। কিন্তু কোন এক সময় সামরিক সহায়তাও দরকার হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন হলে জানাবেন। হয়ত আমাকে দিয়েও হতে পারে কোন ঐতিহাসিক কাজের খসড়া। মিয়ানমারের ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটা সেতু করে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা আমার থাকবে।

শুধু স্বায়ত্তশাসন নয়, আপনাদের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। কথাটা আমি বলে রাখলাম, একদিন এর সত্যাসত্য উপলব্ধি করবেন।

তবে, সবিনয়ে একটা দাবির কথা জানিয়ে রাখতে চাই। আমার স্বপ্ন,

www.pathagar.com

মিয়ানমারের রাখাইন একদিন বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে। আমরা ফিরে পাবো আমাদের হারানো এক সময়ের আরাকানকে। জানি না সেই স্বপ্ন কখনো পূরণ হবে কী না ! তবে আপনাদের প্রতি আমাদের সমর্থনের মধ্য দিয়ে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটা ধাপে পা রাখতে পারি।

রোহিঙ্গাদের সঙ্গে নানা দিক দিয়েই বাংলাদেশের মানুষের মিল। আমি মনে করি, রাখাইন আমাদেরই ভূখণ্ড। এটা ঐতিহাসিকভাবে জোরপূর্বক দখলে রেখেছে মিয়ানমার। ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস পাঠ করে দেখুন। শুনে রাখুন আবিদা, আপনারা যেমন রাখাইনের স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রাণপণ লড়াই করছেন, ঠিক তেমনি এখানেও অনেক যুবক আছেন, যারা রাখাইনকে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত করতে জীবন দিতে প্রস্তুত।

আবিদা জেরিন, আমি আপনাকে ভালোবাসি। মন থেকে বলছি, আই লাভ ইউ। কিন্তু সেই প্রেমের চেয়ে কি দেশপ্রেম বড় নয়? সুতরাং আমি একজন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশি হিসেবে আমার ইচ্ছেগুলো আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম। প্লিজ আপনি অন্যভাবে নেবেন না।

ভালো থাকবেন আবিদা। আপনার নামটিও আমার হৃদয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। খোদা হাফেজ।

খুব দ্রুত অ্যানড্রয়েডে মেইলটা লিখে সেন্ড করে, একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। খুব হালকা লাগছে তার। আবিদা জেরিনকে সব কথা খুলে বলতে পেরেছে আবরার।

একদিকে ব্যক্তিগত প্রেম, অন্যদিকে দেশপ্রেম, দুটোর কথাই জানলো আবিদা।

আহ্ শব্দ করে একটা তৃপ্তির উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আবরার।

www.pathagar.com

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এমন কোন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া অবশিষ্ট নেই, যাদের কোন প্রতিনিধি আসেনি। এসেছে বিবিসি ও আলজাজিরাও। আলজারিরার বাংলাদেশ প্রতিনিধি আবদিস সালেম। মরক্কোর মানুষ। তবে তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে কেউ বিশ্বাস করবেন না যে, তিনি অ্যামেরিকান নন। সালেম, মাশরুর আবরারের ঘনিষ্ঠভাজন। গতকাল আবরার ও সালেম মূলত এই ব্রিফিং আয়োজনের অনুরোধ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে।

কনফারেন্স রুমে যথাসময়ে এলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মাসুদ আদনান। সুদর্শন। বয়স চল্লিশের ঘর পেরিয়েছে সবে। কাঁচাপাকা চুল। অবয়ব জুড়েই অন্যরকম এক ভালো লাগা। ইতোমধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি সফলতার স্বাক্ষরও রেখেছেন। মিয়ানমারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়েই মূলত এই সংবাদ সম্মেলন।

www.pathagar.com

সুন্দর ঝরঝরে ইংরেজিতে শুরু করলেন মাসুদ আদনান। তার বাংলা করলে যা দাঁড়ায়।

: "প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের প্রতিবেশী মিয়ানমারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত রয়েছেন। গত মাসে মানববন্ধনে হামলা চালিয়ে ইয়াঙ্গুনে ১০০ জন ছাত্র হত্যার ঘটনার নিন্দা ইতোমধ্যে আমরা করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলো, ইয়াঙ্গুন বারবার দাবি করে আসছে, সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমারের অস্থিরতার অন্তরালে বাংলাদেশ কলকাঠি নাড়ছে। আমরা পুনরায় এ ধরনের উদ্ভট বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আগামীকাল ইয়াঙ্গুনে সর্ববৃহৎ বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে সেখানকার ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট নামের একটি সংগঠন। ইতোমধ্যে তারা রাখাইনের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ৬ দফা প্রস্তাবও পেশ করেছে। এটা সম্পূর্ণভাবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ বিষয়ে আমাদের নাক গলানো বা কোন ধরনের ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অন্যদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শতভাগ শ্রদ্ধাশীল। তবে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত এই বাংলাদেশ যেকোন অমানবিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আগের মতোই সোচ্চার আছে এবং থাকবে। সম্প্রতি মিয়ানমারের জান্তা সরকারের আচরণ সারা বিশ্বে খুবই উদ্বেগ তৈরি করেছে। তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন উদ্যোগ তো নিচ্ছেই বরং তাদের দেশের সাধারণ জনগণের ওপর একের পর এক অমানবিক ও জঘন্য নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক আচরণ এবং সে দেশের জনগণের ন্যায্য অধিকারকে সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র দফতর মিয়ানমার সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রথমেই উঠে দাঁড়ান বিবিসির স্টিফেন ফেম। তিনি জানতে চান, ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের আন্দোলনকে বাংলাদেশ কিভাবে দেখে।

প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই মুখ খোলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

: দেখুন, ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট মিয়ানমারের মানবাধিকার সংগঠন। তারা রোহিঙ্গা তথা মিয়ানমারের নাগরিকদের অধিকার নিয়ে প্রায় ১০ বছর ধরে সামাজিক আন্দোলন করে আসছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ছাত্রহত্যার

www.pathagar.com

ঘটনায় তারা এই প্রথম কঠোর কর্মসূচির দিকে গেছে। রাখাইনের স্বায়ত্তশাসনসহ অন্যান্য দাবিতে তারা ৬ দফা দিয়েছে। তাদের নেতা ফাতেমা মংডুর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট এখন থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার আগের প্রেক্ষাপটকে তারা মডেল হিসেবে সামনে রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। এখানে বাংলাদেশের কি করার আছে বলুন! মুক্তিযুদ্ধের মতো উনিশ শতকের এত সুসংগঠিত ও সফল জনযুদ্ধ থেকে কেউ যদি অনুপ্রেরণা নেয়, তাহলে আমরা কি করবো।

ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ধাপে ধাপে এগিয়েছে। ১০০ জন ছাত্রকে হত্যা না করলে এ ধরনের ঘটনার অবতারণা হয়তো হতো না। এখন মিয়ানমারের অধিকাংশ মানুষ রাখাইনের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। গণমাধ্যমের জরিপই এটা বলছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দায় নেয়া বা মন্তব্য করার কোন অবকাশ নেই বলেই আমি মনে করি।

একটি প্রশ্নের উত্তরের পরই উঠে গেলেন ড. শফিক আদনান। স্মিত হেসে বললেন, আবারো দেখা হবে। ভালো থাকার প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

ইয়াঙ্গুনে গণবিস্ফোরণ এবং আবিদার মৃত্যু

আজ ১৫ মার্চ। কাকভোরেই ইয়াঙ্গুনের প্রধান প্রধান সড়ক, অলি-গলিতে হাজার হাজার সেনার অবস্থান। সবখানে ছোপ ছোপ ভয়। জান্তা সরকারের কঠোর নজরদারি। চলছে অঘোষিত কারফিউ। ইতোমধ্যে মিয়ানমার সরকার ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করেছে।

তবে নিজেদের বিক্ষোভকে পুরোপুরি অহিংস দাবি করে তা বাস্তবায়ন হবেই বলে ঘোষণা দিয়েছে সংগঠনটি। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চলছে নানা ধরনের সতর্কবাণী ও নির্দেশনা। সকাল ১০টায় রাস্তাগুলোর দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছে, জনমানবহীন এক শহরে সেনাবাহিনীর মহড়া চলছে। বিবিসি ও আলজাজিরা ভোর থেকেই লাইভ সম্প্রচারে রয়েছে। অবশ্য ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের বিক্ষোভের নির্ধারিত সময় দুপুর ১২টা।

সমগ্র বিশ্বের চোখ আজ মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে। ১০০ জন ছাত্র হত্যার পর জাতিসংঘও বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যায় সদর দপ্তরে সংগঠনের

www.pathagar.com

মহাসচিব উইলিয়াম ফিউরিয়াস সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন। এদিকে, এতদিন মিয়ানমারের পক্ষে থাকলেও চীন ও ভারত ছাত্রহত্যার ঘটনায় নানা কারণে কঠোর নিন্দা জানাতে বাধ্য হয়েছে। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি এখন ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট তথা রোহিঙ্গাদের অনুকূলেই বলা যায়। তা ছাড়া পৃথিবীর সব সুখ্যাত টেলিভিশন মিডিয়ার সাংবাদিকরা এখন ইয়াঙ্গুনে।

বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট। হাজার হাজার সেনা সদস্য পুরো রণপ্রস্তুতিতে।

ঘড়ির কাঁটায় ১২:০১ মিনিট। হঠাৎ চতুর্দিক থেকে শ্লোগানের বজ্র নিনাদ। সেইভ সেইভ মিয়ানমার, সেইভ সেইভ হিউম্যানিটি।
আবাসিক এলাকা, অফিস-আদালত, বিপণিবিতান, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটি থেকে হাজার হাজার মানুষ লাল পতাকা হাতে বেরিয়ে আসছে। প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের বেগে তারা রাজপথে নেমে যাচ্ছে। এই দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মতো নয়। বিক্ষোভ সফল করতে সম্ভবত তারা অফিস আদালত স্কুল কলেজেই রাত যাপন করেছে। নইলে এত বিপুল মানুষ মুহূর্তে সমবেত হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। ৫ মিনিটের মধ্যে ইয়াঙ্গুনের রাস্তাঘাট, পার্কসহ সব খোলা জায়গা দখলে চলে গেলো বিক্ষোভকারীদের। এখানে কত মানুষের আগমন হয়েছে তা অনুমান করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ২০ থেকে ৩০ লাখ মানুষ অংশ নিচ্ছে এই বিক্ষোভে।

তাৎক্ষণিক রাজপথের পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ায় সেনাবাহিনীও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সেনাসদস্যরা বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে খানিকটা নিরাপদে চলে গেছে। মানুষের ভিড়ে তাদের চিহ্নটুকু এখন আর ঠাহর করা যাচ্ছে না।

প্রায় ২০ মিনিট ধরে বিক্ষোভে-শ্লোগানে প্রকম্পিত মিয়ানমারের রাজধানী।

১২টা ৩০ বাজতেই কান ফেটে যাওয়া শব্দ। সম্ভবত মিসাইলের আওয়াজ। মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের দিগ্বিদিক ছুটোছুটি। হ্যাঁ, সেনারা সাধারণ জনগণের উপর মিসাইল নিক্ষেপ শুরু করেছে। যে যেদিকে পারছে দৌড়ে পালাচ্ছে। অনেকে পায়ের তলায় পিষ্টও হচ্ছে। চিৎকার, হাহাকার, হইচই, গুলির শব্দ, বোম ফোটার আওয়াজ; ভয়ানক পরিস্থিতি। ৩০ মিনিটের মধ্যে

www.pathagar.com

সব শেষ। ইয়াঙ্গুনের অসংখ্য রাস্তাজুড়ে মানুষের লাশ, আহতদের গোঙানি, রক্তের স্রোত, দেহের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশ; এক ভুতুড়ে, অস্থির অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে এখানে, আসলে বর্ণনা করার মতো কোন ভাষা সম্ভবত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি এখনো।

আবরার আজ সকাল থেকেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তরে।
মন্ত্রী মহোদয় ড. মাসুদ আদনান, মাশরুর আবরার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ড. সুভাস রায় এবং আলজাজিরার বাংলাদেশ প্রতিনিধি আবদিস সালেম কনফারেন্স কক্ষে বসে টেলিভিশনে মিয়ানমারের পরিস্থিতি দেখছিলেন। পুরো ঘটনা আলজাজিরায় লাইভ সম্প্রচারিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে সবার চোখে মুখে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা।

আবরারের উৎকণ্ঠার ব্যারোমিটারের পারদ শুধু উপরেই উঠছে। মনের মধ্যে ঘুরঘুর করছে আবিদা জেরিনের চিন্তাও। কি হচ্ছে? কি হতে যাচ্ছে। আবিদা জেরিন এখন কোথায়?
সাধারণ জনগণের উপর সামরিক হামলার ঘটনায় ড. মাসুদ আদনানসহ সবাই যেন স্তব্ধ। বাকহীন।

আলজাজিরার বেলা ১টার খবরের দিকে সবার পলকহীন চোখ। যা জানা গেলো তা আরো ভয়ঙ্কর। চ্যানেলটি মৃতের সংখ্যা বলছে ৫০ হাজারের উপরে। আহত লক্ষাধিক। এ হামলায় ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের শীর্ষস্থানীয় নেতা চে চু মিন, শাহেদ সালেদিন, শ্রীং প্র, আবিদা জেরিনের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করে গণমাধ্যমটি। শেষের নামটি শোনার পর হু হু করে কেঁদে উঠে আবরার। আবরারের কান্নায় বিব্রত হয়ে পড়ে অন্যরা। সবাই সান্ত্বনা দিতে থাকে। কিন্তু কে শুনে কার কথা! পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সুভাস রায় আবরারকে নিয়ে ত্যাগ করেন কনফারেন্স কক্ষ।

www.pathagar.com

কসোভো মডেল

সাধারণ প্রতিবাদী মানুষের ওপর ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালানোর পর মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মিয়ানমার সেনাবাহিনী বিক্ষোভরত জঙ্গিদের ওপর হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে।

তবে, জান্তা সরকারের এইসব বিবৃতি বিন্দু পরিমাণও ধোপে টিকছে না এবার। হামলার পরপর সারাবিশ্ব থেকেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। অ্যামেরিকা, চীন, রাশিয়া এবং ভারত একযোগে তীব্র নিন্দা জানিয়ে মিয়ানমারের ওপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এক যৌথ ঘোষণায় তারা বলেছে, জান্তা সরকার সভ্যতার নিকৃষ্টতম ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং অবিলম্বে আন্তর্জাতিক আদালতে এর বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

মালয়েশিয়া ইতোমধ্যে জাতিসংঘকে জরুরি বৈঠক করার আহবান জানিয়েছে। রাষ্ট্রটির প্রধানমন্ত্রী ফারুকী মোহাম্মদ দাবি জানিয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি এবং যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ৬টি রাষ্ট্র হতে

www.pathagar.com

পারলে কেন মিয়ানমারকে ভেঙে ২টি রাষ্ট্র করা যাবে না। তিনি আরো বলেছেন, অবিলম্বে কসোভোর আদলে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় রাখাইনকে আলাদা রাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে। পাশাপাশি মানবাধিকার পরিস্থিতি যথাযথ না হওয়া পর্যন্ত মিয়ানমারের শাসনব্যবস্থা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করতে হবে। এসব দাবির প্রতি শতভাগ সমর্থন জানিয়েছে তুরস্ক। তবে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে জাতিসংঘ। সেজন্য সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠক ডেকেছে সংস্থাটি।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তার বিবৃতিতে চমৎকারভাবে কসোভোর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে রাখাইনের স্বাধীনতা দাবি করেছেন। তিনি তার পূর্ণাঙ্গ বিবৃতিতে এ বিষয়ে বাংলাদেশের লেখক মোবায়দুর রহমানের একটি গবেষণাপত্রের কিছু অংশ সংযুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তাতে লেখা আছে
"কসোভো সার্বিয়ারই অংশ ছিলো। এর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। কসোভো স্বায়ত্তশাসন দাবি করার পর থেকেই সার্বরা ওই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ওপর প্রচন্ড দমন পীড়ন শুরু করে। কসোভোবাসী এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করলে সার্বরা গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ শুরু করে। কসোভো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় নিপীড়নের মাত্রা গণহত্যার প্রচলিত ধরনকেও হার মানায়। কসোভোর মানুষও পাল্টা আঘাত হানতে শুরু করে। এ যুদ্ধ চলে ২ বছর ধরে, ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত।

অনেক ঘটনায় নিশ্চুপ থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে মারাত্মক এ গণহত্যা বন্ধে হস্তক্ষেপ করে জাতিসংঘ। বিশেষ করে সার্বরা জাতিসংঘের কোন ধরনের নির্দেশনা, নিষেধাজ্ঞা না মানায় ক্ষুব্ধ হয় সংস্থাটির নীতি নির্ধারকরা।

তখন জাতিসংঘের সিদ্ধান্তক্রমে ন্যাটোর নেতৃত্বে কসোভোতে পাঠানো হয় শান্তিবাহিনী। ন্যাটোর বিমান হামলার মুখে সার্বরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরপর ২০০৮ সালে কসোভো স্বাধীনতা ঘোষণা করে। জাতিসংঘের সামরিক হস্তক্ষেপের চূড়ান্ত পরিণতিতে যদি কসোভো স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, তাহলে রাখাইনে উগ্র বৌদ্ধ ও মগ সেনাদের গণহত্যার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না কেন?

www.pathagar.com

বসনিয়া হারজেগোভিনার উদাহরণ আরো জ্বলন্ত। বসনিয়া এক সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে দুটি প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই শুরু হয় সংকট। এই দুটি প্রদেশ হলো স্লোভেনিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া। ঐ দু'টি রাজ্য স্বাধীন হওয়ার পর যুগোস্লাভিয়ার যে অংশটি অবশিষ্ট থাকে তাদের নেতৃত্বে ছিল প্রধানত সার্বিয়া। বসনিয়াভুক্ত সার্বদের নেতা ছিলেন রাদোভান কারাডিচ এবং সার্বিয়া সরকারের প্রধান ছিলেন স্লোভেধান মিলোসেভিক। বসনিয়া হারজেগোভিনার আয়তন হলো ১৯ হাজার ৭৬৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বসনিয়ার ৪৪ শতাংশ মুসলমান এবং ৩২ শতাংশ ছিল সার্ব। সংখ্যাগুরু হওয়ায় ১৯৯২ সালের ১লা মার্চ বসনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সার্বরা বসনিয়াতে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু পার্শ্ববর্তী সার্বিয়ার ফেডারেল সরকারে ক্ষমতায় ছিল সার্ব নেতা মিলোসেভিক তাই তিনি তার প্রশিক্ষিত পেশাদার সৈন্যদের বসনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্য মাঠে নামিয়ে দেন।

বসনিয়ার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সংখ্যালঘুদের দমন নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তখন সার্বিয়ার সামরিক শক্তিকে পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা হয় এবং শুরু হয় মুসলিম গণহত্যা। এই মুসলিম গণহত্যা ধীরে ধীরে মুসলিম নিধনে পর্যবসিত হয়। ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ সংখ্যাগুরু বসনিয়ার মুসলমানদের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। তখন তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে ৩টি মুসলিম দেশ। দেশগুলি হলো সৌদি আরব, ইরান ও পাকিস্তান। প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থ সাহায্য করে সৌদি আরব।

জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে পাকিস্তান বিমানযোগে ক্ষেপণাস্ত্র পাঠায়। পশ্চিমা সংবাদপত্রের রিপোর্ট মোতাবেক ইরানের রেভুলিউশনারি গার্ডের কিছু সংখ্যক সদস্য ইরান থেকে গিয়ে বসনিয়া মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল– এই ৩ বছর বসনিয়ায় যুদ্ধ চলে। অবশেষে ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করে। জাতিসংঘের তরফ থেকে ন্যাটোবাহিনী 'অপারেশন ডেলিবারেট ফোর্স' নামে সার্বদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়। এই অভিযানের ফলে সার্বরা চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়। এই যুদ্ধে এক লক্ষ মানুষ নিহত হন, যাদের প্রায় সকলেই ছিলেন বসনিয়ার মুসলমান। ২২ হাজার মুসলিম নারী ধর্ষিত হন।

www.pathagar.com

২২ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হন। ৩ বছর পরে হলেও জাতিসংঘ সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করে। একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হয় এবং সমস্যাটির একটি স্থায়ী সমাধান হয়।

বসনিয়া এবং কসোভোর সঙ্গে রোহিঙ্গা সমস্যার প্রায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। কসোভো এবং বসনিয়ার ক্ষেত্রেও জাতিসংঘ ৩/৪ বছর ধরে নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু যখন গণহত্যা, নারী ধর্ষণসহ সমস্ত মানবাধিকার লংঘন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন জাতিসংঘ সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। সেদিনও রাশিয়ার ভূমিকা ছিল চরম গণবিরোধী। বসনিয়া এবং কসোভোর গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্প্রদায় কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে গেলে রাশিয়া প্রতিটি প্রস্তাবে বাধা দিত এবং প্রতিটি প্রস্তাবকে ব্লক করে দিত।

তবে ন্যাটো বাহিনী রুশ বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই সেখানে সামরিক হস্ত ক্ষেপ করে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটছে। তিনটি বড় শক্তি মিয়ানমারের বর্বরতার নিন্দা করা থেকে বিরত থাকছে। কারণ ঐ একটিই। চীন এবং রাশিয়া বিরোধিতা করবে বা ভেটো দেবে। তবে কসোভো এবং বসনিয়ার চেয়ে রোহিঙ্গা ইস্যুটি নানা কারণে তাৎপযপূর্ণ।

সুতরাং জাতিসংঘকে এখনই সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষ তাই প্রত্যাশা করে।"

বিস্ময়কর ঘটনা হলো, ৩ ঘন্টা না পেরোতেই মালয়েশিয়ার এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানায় অস্ট্রেলিয়া, জার্মানিসহ সর্বমোট ১১৩টি দেশ।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্রিফিং

সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে জরুরি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন সংস্থাটির মহাসচিব। তিনি স্পষ্ট করে জানান, মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তিনি আরো বলেন, এই আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার পরও যদি মিয়ানমারে মানবাধিকার লংঘিত হয় তবে সামরিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত রয়েছে জাতিসংঘ। ১৬ মার্চ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রাখাইনের স্বাধীনতার প্রস্তাবটি তুলে ধরা হবে বলেও জানান জাতিসংঘ মহাসচিব।

জাতিসংঘ মহাসচিবের এই ঘোষণার পর সবার চোখ এখন সংস্থাটির দিকে। সন্ধ্যার পর থেকেই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দনে সিক্ত হতে থাকে সংস্থাটি। তবে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কি হয়, সেটা দেখতে উৎসুক যেনো গোটা বিশ্বই।

www.pathagar.com

আবিদার শোকে আবরার

আবিদা জেরিনের মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকেই আবরার খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করেছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। সে ভাবতেও পারছে না এরকম একটি ঘটনা ঘটে যাবে।
আবিদা; যার স্নিগ্ধতা আবরারের বুকে সৌরভ ছড়িয়েছিলো, সেই আবিদা নেই। দুই দিন আগে তার সঙ্গে ইলেকট্রনিক চিঠি বিনিময়ের স্মৃতি বারবার আঘাত করছে আবরারকে। কোন কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না সে।

তবে, ব্যক্তিগত অনুভূতির বাইরে আবিদা জেরিনের মত দুঃসাহসী, মেধাবী ও দুরন্ত একজন সংগঠককে হারিয়ে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট যে কি বিপুল ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেলো, সেই ভাবনাও আবরারকে কুঁকড়ে দিচ্ছে।

ওর এখন ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে মিয়ানমারে যেতে। অন্তত শেষবারের মতো আবিদা জেরিনের সংগ্রামদীপ্ত মুখখানা দেখতে। কিন্তু এখন কি সেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি আছে? এ প্রশ্নও দোল খাচ্ছে বুকের ভেতর।

www.pathagar.com

১৫ মার্চে মিয়ানমারের গণহত্যার ঘটনায় বাংলাদেশের একজন মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করার নৈতিক দায়িত্ব আবরারেরও। কিন্তু আবিদা জেরিনের বিরহ তাকে কোনোভাবেই কোন কাজে স্থির হতে দিচ্ছে না।

তবে, জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রেসব্রিফিং তার মনে খানিকটা প্রশান্তি এনে দিয়েছে। আগামীকালের বৈঠকে কিছু একটা হবে বলেও তার ধারণা হচ্ছে। এরপরও মনের ভেতর বেশ কিছু প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে।
এরকম একটা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা চালিয়ে ৫০ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যার পর উল্টো ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিলো জান্তা সরকার, এটা কিভাবে সম্ভব? সংগঠনটির প্রধান নেত্রী ফাতেমা মংডুই বা কোথায়, তার কোন বিবৃতি পাওয়া যাচ্ছে না কেন?
রাখাইনের স্বাধীনতা দাবি করে মালয়েশিয়ার দেয়া প্রস্তাবের আদৌ কিছু হবে কি?

নানা প্রশ্ন জটিলতা পাকাচ্ছে আবরারের মনে।

www.pathagar.com

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক

জাতিসংঘের ছয়টি প্রধান অঙ্গের অন্যতম জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এর প্রধান কাজ। নিরাপত্তা পরিষদের শান্তিরক্ষা অপারেশন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। রেজুলেশনের মাধ্যমে সামরিক অভিযানের ক্ষমতা আছে নিরাপত্তা পরিষদের। এমনকি কোন দেশের ওপর তারা সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা আরোপও করতে পারে। এটি জাতিসংঘের এমন একটি অঙ্গ, যেটি থেকে জারি করা রেজুলেশন সদস্য দেশগুলোর জন্য মানা বাধ্যতামূলক। নিরাপত্তা পরিষদ পনেরো সদস্য নিয়ে গঠিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পাঁচ পরাশক্তি - চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য। এই স্থায়ী ৫ সদস্য রাষ্ট্রই বলা যায় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এদের কোন একটি রাষ্ট্র ভেটো দিলে উত্থাপিত যেকোনো প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আজ দিনের প্রথম প্রহরেই নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন বসেছে। অধিবেশনের শুরুতে গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারে সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা এবং রাখাইনের স্বাধীনতার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে ফ্রান্স।
প্রস্তাবের উপর আলোচনা করে বাকি ৪টি দেশ। সবাই একমত হয় যে, ১৫ মার্চ মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের উপর যে হামলা হয়েছে সেটি গণহত্যা এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বৈঠকে রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর গত ৭০ বছর ধরে চলা নিপীড়নের চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। সবশেষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য রাখাইনকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের অধিকার রক্ষার প্লাটফর্ম ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের নেতৃত্বে রাখাইনের একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনেরও প্রস্তাব পাস হয় বৈঠকে।

প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠক শেষে সিদ্ধান্তগুলো জানাতে ব্রিফিং এর আয়োজন করে জাতিসংঘ। সংবাদ সম্মেলনেই বিস্তারিত তুলে ধরেন সংস্থাটির মহাসচিব। এ খবর ছড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘকে সেলিব্রেট করে আনন্দ উৎসব শুরু হয়।

ঢাকার রাজপথে নামে মানুষের ঢল। শাহবাগ পরিণত হয় উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে। রাখাইনের পক্ষে ব্যানার ফেস্টুন প্ল্যাকার্ডসহ শ্লোগানে-গানে পুরো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মুখরিত করে তোলে ছাত্র-জনতা। মিয়ানমারে গণহত্যায় জড়িত প্রত্যেকের ফাঁসির দাবি উঠে গণজমায়েতে। এই সমাবেশের অগ্রভাগে রয়েছেন মাশরুর আবরার। আজকের আয়োজনের অন্যতম সংগঠক।

বিকেল থেকে রাত দশটা অবধি চলে সমাবেশ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এসেছে এখানে। ফেসবুক, টুইটারে মাত্র ১ ঘণ্টার নোটিশে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম অকল্পনীয়। আসলে মিয়ানমারের সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষোভের উদগিরণ ঘটেছে এই জমায়েতে।
রাখাইন বাংলাদেশের অংশ; রাখাইনকে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হোক; বাঙালি-রোহিঙ্গা ভাই ভাই; রাখাইনকে বাংলাদেশের বিভাগ চাই; ইত্যাদি নানা শ্লোগানও দেখা যাচ্ছে অনেক ব্যানার-ফেস্টুনে।

www.pathagar.com

মঞ্চে প্রতিবাদী গান এবং বক্তৃতা চলছে। সংগঠকরা বক্তৃতা দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে মঞ্চে ওঠেন আবরার।

: প্রিয় বন্ধুরা, মানবাধিকারের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। জাতিসংঘ কর্তৃক রাখাইনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সেজন্য সমগ্র বিশ্বের শত শত কোটি মানুষ সংস্থাটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এ অর্জনের পেছনে আবিদা জেরিনসহ ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের হাজার হাজার কর্মীর আত্মত্যাগ মূল অনুঘটকের কাজ করেছে। তাই গভীর শ্রদ্ধাভরে মিয়ানমারের শহীদদের স্মরণ করছি। তবে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বে গত ৭০ বছর ধরে রাখাইনে যে গণহত্যা চলেছে, তার বিচারের বিষয়টি এড়িয়ে গেলে চলবে না। অবশ্যই জড়িতদের আন্তর্জাতিক আদালতে কঠোর ও কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করাতে হবে। আর, একটি বিষয় আমি উত্থাপন করতে চাই যে, রাখাইন সংকটে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ। কয়েক যুগ ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছে কেবলমাত্র বাংলাদেশ। সুতরাং রাখাইনের স্বাধীনতা অর্জনে সবচেয়ে আনন্দিত আমরা। তবে, আমরা এখনো প্রত্যাশা করি, পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে আমাদের উপকারের প্রতিদান দিয়ে রাখাইন বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে।

এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মতো করতালি উঠে সমাবেশে। শ্লোগান উঠে, রোহিঙ্গা-বাঙালি ভাই ভাই, রাখাইনকে আমরা চাই।

www.pathagar.com

পিপলস্ রিপাবলিক অব রাখাইন

রাখাইন রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি করতে একটি সেলিব্রেশন সেশনের আয়োজন করেছে জাতিসংঘ। এপ্রিলের ১৪ তারিখে নিউইয়র্কে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টকে ওই অনুষ্ঠানে রাখাইনের সংবিধান, পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত প্রস্তুত করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট রাখাইনকে পিপলস্ রিপাবলিক বা গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেছে। তৈরি হয়েছে রাখাইন রাষ্ট্রের ঘোষণাপত্র। সেখানে বলা হয়েছে গণতন্ত্র, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার; এই চারটি মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে নতুন জন্ম নেয়া এই জনপদটি।

সবচেয়ে বড় আগ্রহের বিষয় হলো, ১৪ এপ্রিলের ওই সেলিব্রেশন সেশনে প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে আসবেন ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের প্রধান নেতা ফাতেমা মংডু। যার নেতৃত্বে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানবাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এক প্লাটফর্মে সমবেত হয়েছে মিয়ানমারের মানুষ এবং তার হাত ধরেই

www.pathagar.com

অবশেষে স্বাধীন হয়েছে রাখাইন। সেই বহুল আলোচিত নেতা ফাতেমা মংডুকে এখন পর্যন্ত কেউ স্বচক্ষে বা গণমাধ্যমের বদৌলতে দেখতে পায়নি। সবসময়ই তার মুখপাত্র হিসেবে আবিদা জেরিনই কথা বলেছেন। কিন্তু ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ১৫ বছর পর তিনি প্রকাশ্য জনসম্মুখে এবং মিডিয়ার সামনে আসবেন, এটাই অনেকের কাছে আগ্রহের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু।

অবশ্য এ বিষয়ে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের পক্ষ থেকে একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। সেই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সংগঠনেরই কিছু নিজস্ব কর্মপন্থা ও কৌশল রয়েছে। সেই কৌশলের অংশ হিসেবেই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ১০ বছরে প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নেতা ফাতেমা মংডু কোন ধরনের কর্মসূচিতে অংশ নেননি এবং মিডিয়ার সামনে আসেননি।

একজন রোহিঙ্গা মুসলিম নারী হয়ে কিভাবে মিয়ানমারের মূল স্রোতে প্রথমে একটি মানবাধিকার সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন, পরে সেই সংগঠনকে রাজনৈতিক প্লাটফর্মে নিয়ে গেলেন এবং সেই সংগঠনে শুধু মুসলিম রোহিঙ্গা নয়, যুক্ত করলেন মিয়ানমারের সর্বস্তরের মানুষকে; এইসব প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পায়নি কেউই। সুতরাং নানা কারণেই জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন ফাতেমা মংডু। অতএব ফাতেমাকে ঘিরে সারা পৃথিবীর উচ্ছ্বাস থাকাটা একেবারেই যৌক্তিক।

মাশরুর আবরারের শোক এখনো কাটেনি। মস্তিষ্কে শুধু আবিদা জেরিনের চিন্তা। হৃদয় ভেঙে যাওয়া দুঃসহ কষ্ট কোনোভাবেই বুকের ওপর থেকে সরাতে পারছেনা সে।

সুখের খবর হলো, বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী হিসেবে আবরার জাতিসংঘের ১৪ এপ্রিলের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

নিউইয়র্কের যাবার প্রস্তুতি নিয়েও খানিকটা ব্যস্ত সময় পার করছে সে। আবিদা জেরিনের সঙ্গে নিজের সখ্যতা, ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের প্রতি বাংলাদেশের সহায়তার বিষয়গুলো সুযোগ পেলে এবার ফাতেমা মংডুর সামনে উত্থাপন করার কথা খুব জোরালো ভাবেই ভাবছে আবরার।

www.pathagar.com

সেলিব্রেশন অব রাখাইন স্টেট

জাতিসংঘের সদর দপ্তর। বহু কাঙ্ক্ষিত সেই অনুষ্ঠান। নাম দেয়া হয়েছে- সেলিব্রেশন অব রাখাইন। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মটলি ওলনদাশ, সেশনের উদ্বোধন করেন। এরপর রাখাইন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

এরপর ঘোষণা আসে ফাতেমা মংডুর নাম। তিনি রাখাইন রাষ্ট্রের রূপরেখা উপস্থাপন করবেন।

জনাকীর্ণ কনফারেন্স কক্ষ। অনুষ্ঠানে প্রায় গোটা পঞ্চাশেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান উপস্থিতি রয়েছেন। রয়েছেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ সংস্থার প্রতিনিধি। বিবিসি, সিএনএন, আলজাজিরাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। আবরার অনেক কষ্টে হলরুমের শেষ প্রান্তে একটি আসন পেয়েছেন।

www.pathagar.com

মঞ্চে উঠেছেন ফাতেমা মংডু। সহস্র ক্যামেরার আলো ঝলকানি। কেউই এই দুর্লভ মুহূর্তের ছবি মিস করতে চাইছে না।

লং গাউনে জড়ানো একহারা শরীর। মাথায় উজবেকিস্তানি ক্যাপ। সাদা গাউন এবং নীলে ক্যাপে অসাধারণ লাগছে ফাতেমা মংডুকে।

মাশরুর আবরারের চোখে অপার বিস্ময়। চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না।
: আরে এ আমি কি দেখছি! এ তো আবিদা জেরিন। হ্যাঁ, সত্যিই তো। সেই ইস্তাম্বুলে সাক্ষাৎ হওয়া আবিদা জেরিন! আবরারকে পাঠানো ইলেকট্রনিক চিঠির প্রেরক আবিদা জেরিন!
আবিদা কিভাবে ফাতেমা মংডু হয়! তাহলে কি একই চেহারার ভিন্ন দু'জন নারী। না, এটা কিভাবে সম্ভব! চেহারার মিল নাও থাকতে পারে কিন্তু কণ্ঠও এক হয় কিভাবে?

আবরার একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন।
এদিকে মঞ্চে উঠেই খুব সংক্ষিপ্ত করে রাখাইনের রূপরেখা উত্থাপন করলেন ফাতেমা মংডু। তুলে ধরলেন রাখাইনের নিজস্ব পতাকা। পাশাপাশি গাইলেন নতুন রাষ্ট্রটির জাতীয় সঙ্গীত। জানা গেলো, মহাকবি আলাওলের একটি কবিতাকে করা হয়েছে রাখাইনের জাতীয় সঙ্গীত।

পিনপতন নীরবতা। সবাই সুতীব্র মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ফাতেমার উপস্থাপনা। শুধু ক্যামেরার ফ্ল্যাশিংয়ের শব্দ ছাড়া আর কোন নয়েস নেই পুরো হলরুমে।

ফাতেমা মংডুর প্রেজেন্টেশন শেষে অনুষ্ঠানে আগত রাষ্ট্রপ্রধানরা উঠলেন মঞ্চে। রাখাইনের পতাকা সামনে রেখে তারা ফাতেমার সঙ্গে ফটোসেশন করলেন।

আবরারের এইসবে মন নেই। সে শুধু চিন্তা করছে যে করেই হোক, ফাতেমার সঙ্গে একান্তে কথা বলতেই হবে। আবরার মোটামুটি নিশ্চিত যে, ফাতেমা মংডুই তার আবিদা জেরিন।

www.pathagar.com

আহা ফাতেমা আহা আবিদা

১০ ঘন্টার প্রাণান্ত চেষ্টা। অবশেষে ফাতেমা মংডুর পলিটিক্যাল সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ। জাতিসংঘের সদর দফতরের ভিভিআইপি রেসিডেন্সে। মাশরুর আবরার তার বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেন। ফাতেমা মংডুর মুখপাত্র আবিদা জেরিনের সাথে তার যে দীর্ঘ যোগাযোগ ছিলো সে বিষয়টিও জানায় সে। কিন্তু পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ফাতেমা মংডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে তাদের নেত্রী হাই সিকিউরিটির মধ্যে রয়েছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে সাক্ষাৎ অসম্ভব।

কিন্তু মাশরুর আবরার নাছোড়বান্দা। ফাতেমা মংডুর কাছে একবার তার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যগুলো জানাতে শেষবারের মতো অনুরোধ করে আবরার। রাজি হয় সেক্রেটারি। আরো দুই ঘন্টা অপেক্ষা। অবশেষে আসে সেই বিরল মুহূর্ত।

www.pathagar.com

ভিভিআইপি রেন্সিডেন্সের অতিথিশালা। আবরার আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। প্রতীক্ষার বৃষ্টি ঝরিয়ে এলেন ফাতেমা মংডু।

– আসসালামু আলাইকুম। আমি আবরার, কাম ফ্রম ঢাকা।
– ওয়া আলাইকুমুস্সালাম। আপনি মাশরুর আবরার। তাইতো।
– হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানেন?
– জানি, যেভাবে আপনি আমাকে চেনেন জানেন!
– তাহলে আপনিই কি আবিদা জেরিন?
– হ্যাঁ, আবিদা জেরিন। আবার আমিই ফাতেমা মংডু।
– প্লিজ আমাকে খুলে বলুন। গত ২৪ ঘণ্টা আমি ঘুমোতে পারিনি। এটা কিভাবে সম্ভব, আমার ইলেকট্রনিক চিঠি প্রেরক আবিদা জেরিন কি ১৫ মার্চের গণহত্যায় মারা যায়নি তাহলে?
- সব ঠিক আছে। শুনুন তাহলে। ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে আবিদা জেরিন হলো প্রতীকী একটা নাম। ২০১৭ সালে রাখাইনে প্রথমে গ্যাংব্যাপ, পরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার শিকার হয় আবিদা জেরিন নামের এক কিশোরী। কিন্তু মৃত্যুর আগে সে অস্ত্র ছিনতাই করে ৪০ জন সেনা সদস্যকে হত্যা করে। এই ঘটনা স্থানীয়ভাবে ব্যাপক আলোচিত হয় এবং আবিদা জেরিন রোহিঙ্গাদের মাঝে এক অনন্য অনুপ্রেরণায় পরিণত হন। সেই থেকে রাখাইনের অনেক তরুণী নিজেদের নাম পাল্টে রাখতে শুরু করে আবিদা জেরিন। আমাদের ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে কমপক্ষে ১০০ নেত্রী রয়েছেন, যাদের নাম আবিদা জেরিন। তবে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে আলাদা আলাদা কোড যুক্ত করা আছে। যেমন– আবিদা জেরিন ওয়াই, আবিদা জেরিন এক্স ইত্যাদি। ১৫ মার্চের গণহত্যায় আমাদের বেশ ক'জন আবিদা জেরিন মারা গেছেন। আর আমি হলাম আবিদা জেরিন পি অর্থাৎ আবিদা জেরিন প্রাইম। তবে আমার প্রকৃত নাম ফাতেমা মংডু। কৌশলগত কারণে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো ফাতেমা মংডুর মুখপাত্র হিসেবে। কিন্তু আমিই যে ফাতেমা মংডু তা এতদিন একেবারেই গোপন রাখা হয়েছিলো।

ফাতেমার কথাগুলো চরম বিস্ময়ে শুনছে মাশরুর আবরার। নিজেকে ইতিহাসের এক জীবন্ত সাক্ষী মনে হচ্ছে। মনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভালো লাগার অনুভূতি; আমি যার মুখোমুখি, যাকে ভালোবাসি, তিনি একটা রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছেন!

www.pathagar.com

হঠাৎ তীব্র শব্দ। বোমা বিস্ফোরণের মতো শব্দ। হ্যাঁ, বোমা বিস্ফোরণই। অতিথিশালার সবকিছু ছিন্নভিন্ন। মুহূর্তেই সব শেষ। ফাতেমা মংডু এবং আবরারের রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্পট ডেড হয়েছেন আরো ৩ জন গার্ড।

মুহূর্তে পুরো ভবনে জারি করা হয় রেড অ্যালার্ট। ১০ মিনিটের মধ্যে প্রায় হাজার খানেক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ঘিরে ফেলে পুরো ভবন। চলতে থাকে তল্লাশি। তবে ধারণা করা হচ্ছে ৩ জন গার্ডের একজন আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে।

একদিন আগে নতুন রাষ্ট্র রাখাইনের সেলিব্রেশনে উচ্ছ্বসিত ছিলো গোটা বিশ্ব। আর একদিন না পেরোতেই এরকম মর্মান্তিক খবর। শোকে মুহ্যমান কোটি কোটি মানুষ। সন্ধ্যায় বিবিসি জানায়, আইএস এ আত্মঘাতী হামলা করেছে। ইতোমধ্যে তাদের ওয়েবসাইটে এ হামলার দায় স্বীকার করা হয়েছে।

বিবিসি আইএস এর যে বিবৃতি প্রকাশ করে তা হলো:
"শুধু রাখাইন নয়, আমাদের পরিকল্পনা ছিলো গোটা মিয়ানমারই হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছিলো আইএস। কিন্তু ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট নামের সংগঠনের মাধ্যমে ফাতেমা মংডু আইএস এর সেই স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। এ কারণে এই আত্মঘাতী হামলা।"

তবে, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আইএসই হোক বা অন্য যে সংগঠনই হোক না কেন এ হামলার সঙ্গে সরাসরি মিয়ানমারের সামরিক জান্তারা যুক্ত।

www.pathagar.com

মৃত্যু মানে শেষ নয় আদর্শিক বিজয়ের সূচনা

অনেকে মনে করেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষের যবনিকা ঘটে। কিন্তু না। একবার রাখাইনের দিকে তাকান। লাখ লাখ মানুষের শাহাদাতের কারণেই জন্ম হয়েছে একটি দেশের। যার ফলে হাজার স্বপ্নের কুসুম প্রস্ফুটিত হতে পেরেছে। অনেক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি জনগোষ্ঠী পেয়েছে নতুন জীবন। এরচেয়ে মহৎ বা বড় আর কি হতে পারে !

রাখাইন পরিদর্শনে এসে এই উপলব্ধিগুলো বারবার মনের ভেতর নাড়া দিচ্ছে অধ্যাপক ড. সাদেকের। ২ দিন আগে বাংলাদেশ থেকে উচ্চ পর্যায়ের একটি টেকনিক্যাল টিম এসেছে এখানে। এ টিমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মাসুদ আদনান। সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক ড. সাদেক, আবরারের বন্ধু ড. সুভাস এবং ড. লতিফ খান।

www.pathagar.com

তারা ঘুরে ঘুরে সমগ্র রাখাইন দেখছেন। রাখাইনের প্রতিটি বাড়িতে উড়ছে নতুন পতাকা। লালের মধ্যে বৃত্তবন্দী নীল। ঠিক বাংলাদেশের পতাকার মতোই। তবে পতাকার জমিন লাল এবং ভেতরে বৃত্তের মধ্যে নীল। লাখ লাখ রোহিঙ্গার শাহাদাতকে তারা লাল রঙে চিহ্নিত করছে আর নীল রঙ দিয়ে তারা আকাশের মতো উদারতা বা মানবতাকে বুঝাচ্ছে।

তবে ভালোলাগার বিষয় হচ্ছে অনেক বাড়িতে রাখাইনের পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকাও উড়ছে। সম্ভবত বাংলাদেশে এতদিন যারা শরণার্থী হিসেবে আশ্রয়ে ছিলেন তারাই এ কাজটি করেছে। হয়ত বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য।

টিমের সবাই খুব গভীরভাবে অনুভব করছে মাশরুর আবরারের অনুপস্থিতি। রাখাইন নিয়ে তার যে স্বপ্ন ছিলো, সেটা তাদের বারবার মনে পড়ছে।

রাখাইনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মংডু হবে তাদের রাজধানী। সেই জন্য তারা অবকাঠামোগত কাজও শুরু করেছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া সব রোহিঙ্গার প্রত্যাবাসন শেষ হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এই বিধ্বস্ত নয়া রাষ্ট্রটির সহায়তায় ১০০০ কোটি টাকার ঋণ প্রস্তাব করেছে। রাখাইন এবং বাংলাদেশ, দু দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোকে পুনর্গঠনের কাজে বেশ আন্তরিক মনে হচ্ছে।

আর পুরো দেশের অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করছে তুরস্ক।

দিন যত যাচ্ছে রাখাইনে শত শত গণকবরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এরই মধ্যে পাওয়া গেছে ৮০০টি গণকবর। সবমিলিয়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক আনুমানিক দুই লাখ মানুষকে হত্যা করার তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। সব তথ্য প্রমাণ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে পাঠানোও হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ২০৩৬ সালের শুরুর দিকে এই বিচারকাজ শুরু হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান ফাতেমা মংডুর মৃত্যুর পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রকৌশলী আব্দুল ফাতেহ। এখন তার নেতৃত্বেই

www.pathagar.com

এগিয়ে চলছে রাখাইন। রাষ্ট্রটির সীমানা নির্ধারণের কাজটি করছে জাতিসংঘই। এই কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে লাগোয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে অসংখ্য মাইন পেয়েছে তারা। অধিকাংশ অবিস্ফোরিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। দুই দিন আগে মাইন বিস্ফোরণে জাতিসংঘের এক কর্মীর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।
সুতরাং এসব বিষয়ের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কতটা পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী।

আশা করা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার শুরু হলে গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী কয়েক শত সামরিক কর্মকর্তার শাস্তি নিশ্চিত হবে।

একটা লোকালয় পেরিয়ে গাছগাছালিপূর্ণ জঙ্গলের মতো এলাকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টিম। অগ্রভাগে ড. মাসুদ আদনান। হঠাৎ সুউচ্চ একটা টাওয়ার চোখে পড়ে তাদের। পুরনো টাওয়ার। বিদ্যুতের হবে সম্ভবত। তবে এখন পরিত্যক্ত।

টাওয়ারের উপরে সুবিশাল একটা ব্যানার। ধবধবে সাদা জমিনে লাল রঙে কি যেন লেখা!
পুরো টিম-ই থমকে দাঁড়ায়।
বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। টিমের সদস্যরা একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে। রোহিঙ্গাদের কৃতজ্ঞতাবোধে তারা আপ্লুত।

প্রশান্তির বাতাস যেনো ছুঁয়ে গেলো সবার শরীর। বসন্তকাল বলে রক্তবর্ণ প্রকৃতি। চারপাশে শিমুলের মতো অচেনা ফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফুলগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত, মনে হচ্ছে কেউ যেন লাল গালিচা বিছিয়ে আন্তরিক অভিবাদন জানাচ্ছে। নাম না জানা পাখির কুউক কুউক ডাকও ভেসে আসছে।
এ এক অসাধারণ অভিভূত করা পরিবেশ।

মিনিট দশেক ধরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে টিম। এক পা-ও এগুচ্ছে না। সবাই স্তব্ধ। কেবল আকাশে দোল খাওয়া টাওয়ারের ব্যানারটা সদর্পে শির উঁচু করে অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

www.pathagar.com

ব্যানারের লেখাগুলোও কেমন প্রজ্বলিত হয়ে আছে।
বাংলাদেশের প্রিয় হে মাশরুর আবরার, রাখাইন তোমার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ, স্যালুট হে বন্ধু।

নিজেদের অজান্তেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাসুদ আদনানসহ অন্যরাও একটা লম্বা স্যালুট তুলে উর্ধ্বমুখী হয়ে কি যেন ভাবছে!

সম্ভবত তারা ভাবছে, মৃত্যু মানে শেষ নয়, আদর্শিক বিজয়ের নতুন সূচনা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

71 সেভেন্টিওয়ান
টেলিমিডিয়া
A house of excellence

SBN 978-984-91822-9-0